বিল্‌স শ্রম সংবাদ

মে-জুন, ২০১৯

মহান মে দিবসের ডাক:
শ্রমিকের কাজ আট ঘন্টা নিশ্চিত করার দাবী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

www.bilsbd.org

সম্পাদকীয়

বিশ্বের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের ঐক্য, সংহতি, সংগ্রাম ও বিজয়ের মধ্য দিয়ে রচিত হয় মহান মে দিবস। মুনাফালোভী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অমানবিক নিপীড়নের শিকার শ্রমজীবী মানুষের সর্বোচ্চ ত্যাগ, শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য ও জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকদের ঐতিহাসিক বিজয় এ মে দিবস, যা যুগের পর যুগ সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে আন্দোলন-সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। মহান মে দিবস উপলক্ষে সারা দেশে বিল্‌স এর উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এরমধ্যে রয়েছে আলোচনা সভা, র‍্যালি, মানববন্ধন ইত্যাদি।

ঢাকা শহরে কত সংখ্যক রিকশা চলে আর এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কত মানুষের জীবিকা- এসব বিষয় নিয়ে প্রথমবারের মতো ব্যাপক পরিসরে গবেষণা করেছে বিল্‌স। জরিপে দেখা গেছে, ঢাকায় বর্তমানে প্রায় ১১ লাখ রিকশা চলছে, এর সঙ্গে জড়িত প্রায় ২৭ লাখ মানুষের জীবিকা। রিকশা চালকদের মধ্যে ৯৪ শতাংশই অসুস্থ থাকেন। এদের মধ্যে জন্ডিসে আক্রান্ত ৩০ শতাংশ।

রিকশা চালকদের রোজগার বাড়লেও রিকশা চালকদের জীবনমানের কোনো উন্নতি হয়নি। বিশেষ করে তাদের বিশ্রাম, খাবার, বিশুদ্ধ পানি ও টয়লেটের সংকটে ভুগতে হয়। এছাড়া একজন রিকশা চালকের পক্ষে প্রতিদিন রিকশা চালানোও সম্ভব হয় না। এ কাজটি খুবই শ্রমসাধ্য এবং রোদ-বৃষ্টিতে পুড়ে তাদের রিকশা চালাতে হয়। যার একটা বড় ধরনের প্রভাব পড়ে তাদের স্বাস্থ্যের ওপর ।

শ্রমিকের সার্বিক কল্যাণে রাষ্ট্র ও সমাজ সচেতন জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে আসতে হবে। গড়ে তুলতে হবে শ্রমিকবান্ধব পরিবেশ। শ্রমিক বাঁচলে উন্নত হবে নগর অবকাঠামো, শিল্পকারখানা, সমৃদ্ধ হবে দেশ।

তবে আমরা আশাবাদী, অন্ধকার ফুঁড়ে আলোর রেখা বেরিয়ে আসবেই। মে দিবসের অম্লান ইতিহাস ও শিক্ষা অনাগত ভবিষ্যতে বিশ্ব তথা এদেশের মেহনতি মানুষের ন্যায্য দাবী আদায়ে সকল প্রয়াসে উদ্দীপনা যুগিয়ে যাবে। শ্রমিকদেরকে মে দিবসের শিক্ষা ও চেতনায় উজ্জীবিত করে শ্রমিক আন্দোলনকে অব্যাহত রাখতে বিল্‌স সহযোগিতা করে যাবে এটাই বিল্‌সের অঙ্গীকার।

মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা
সম্পাদক

বিল্‌স শ্রম সংবাদ
মে-জুন, ২০১৯

সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান
মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ, চেয়ারম্যান, বিল্‌স
নজরুল ইসলাম খান, মহাসচিব, বিল্‌স

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা পরিষদ
মেসবাহউদ্দীন আহমেদ
অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম
শহীদুল্লাহ চৌধুরী
রওশন জাহান সাথী

সম্পাদক
মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ ইউসুফ আল-মামুন

সহযোগী সম্পাদক
মামুন অর রশিদ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণঃ
তৌহিদ আহমেদ

মুদ্রণঃ
প্রিন্ট টাচ
৮৫/১, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ই-মেইলঃ reza@bornee.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স
বাড়িঃ ২০, সড়ক ১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোনঃ ৮৮০-২-৯০২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১৪৩২৩৬, ৯১১৬৫৫৩
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৫৮১৫২৮১০ ই-মেইলঃ bils@citech.net
ওয়েবঃ www.bilsbd.org

সূচী

মহান মে দিবসের ডাক: শ্রমিকের কাজ আট ঘন্টা নিশ্চিত করার দাবী	৪
দেশে হস্তচালিত তাঁত ১ লাখ ১৬ হাজার	৮
আউট সোর্সিংয়ের বেতন নির্ধারণ	৯
নারীর কর্মসংস্থানে এগিয়ে বাংলাদেশ	১০
ট্রেড ইউনিয়ন আবেদনের ৪৬% বাতিল হয়েছে	১১
সংস্কার তদারকিতে নতুন প্ল্যাটফর্ম	১২
নিরাপদ হতে হবে আন্তর্জাতিক অভিবাসন	১৩
আউটসোর্সিংয়ে ২য় বাংলাদেশ	১৪
আরও ২৮১ দিন সময় পেল অ্যাকর্ড	১৫
সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা রায় রমেশ চন্দ্রের প্রয়াণ	১৬
শ্রমিক নেতা রায় রমেশ: যুবা'দের প্রেরণা	১৮
রিকশাচালকদের অধিকার ও নিরাপত্তা বিষয়ে বিল্‌স এর গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ	১৯
এলাকা ভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক সভা	২১
অভিবাসী নারী শ্রমিকদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকল্পে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা ও করণীয় শীর্ষক ওরিয়েন্টশন সভা	২২
কমিউনিটি সলিডারিটি ফোরামের গাইডলাইন প্রণয়নের লক্ষ্যে আলোচনা সভা	২৩
নারী ও যুব নেতৃত্বকে ট্রেড ইউনিয়নের মূল শ্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক কর্মশালা	২৪
জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্পে দূর্ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন	২৫
চট্টগ্রামে বিল্‌স-এর প্রকল্প কার্যক্রম বিষয়ক সেমিনার	২৫
বিধিমালা সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশমালা তৈরীর লক্ষ্যেকর্মশালা	২৬
পেশা পরিচিতিঃ চা শিল্প ও চা শ্রমিক	২৭
সংগঠন পরিচিতিঃ এসএনভি	৩০
শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ	৩১

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন:

মহান মে দিবসের ডাক: শ্রমিকের কাজ আট ঘন্টা নিশ্চিত করার দাবী

মহান মে দিবস সারা বিশ্বে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সংহতির দিন হিসেবে উদযাপিত হয়। মে দিবসের পেছনে রয়েছে শ্রমিকের আত্মদান ও বিরোচিত সংগ্রামের ইতিহাস। বিশ্বব্যাপী শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন হিসেবে পরিচিত মহান মে দিবসের সূচনা হয়েছিল ১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের শ্রমিকদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। আট ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবীতে আন্দোলন করতে গিয়ে সেদিন শ্রমিকেরা জীবন দিয়েছিলেন। সেই আত্মদানের পথরেখা ধরে বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর পালিত হয় মহান মে দিবস।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপট: কর্মঘন্টাকে আট ঘন্টায় নামিয়ে আনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মে দিবসের জন্ম কাহিনী। মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এই আন্দোলনের সূচনা। গোড়ার দিকে যদিও মজুরি বাড়ানোর দাবীতেই আন্দোলন শুরু হয়। ১৮০৬ সালে ফিলাডেলফিয়ায় জুতা শ্রমিকরা যখন ধর্মঘট করে তখন তাদের কর্মঘন্টা ছিল প্রতিদিন প্রায় ২০ ঘন্টা। ১৮২০ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত কর্মঘন্টা কমাবার জন্য অসংখ্য ধর্মঘট হয়। ১৮২৭ সালে দৈনিক দশ ঘন্টা কাজের নিয়ম চালু করার দাবীতে মেকানিকদের উদ্যোগে ফিলাডেলফিয়ায় গঠিত হয় বিশ্বের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন। ১৯৫০ সাল থেকে পরবর্তী সময়ে শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ার উদ্দীপনা বাড়তে থাকে।

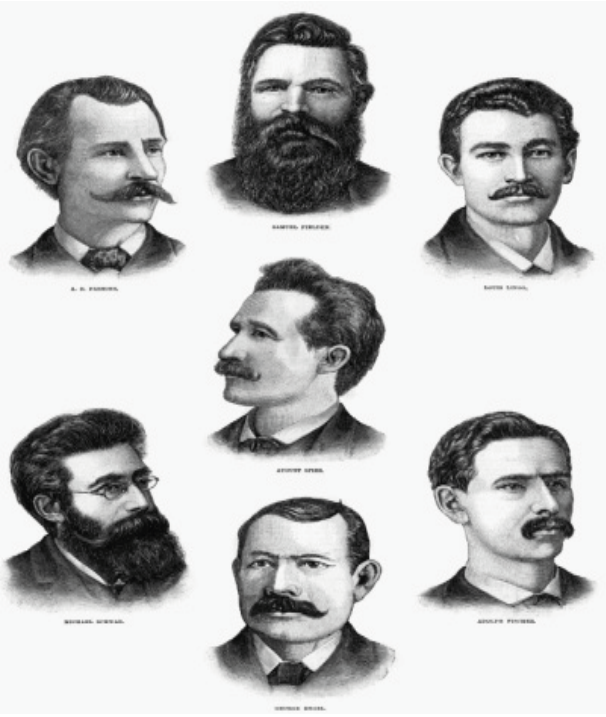

১৮৬৬ সালে বাল্টিমোরে ষাটটি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম শ্রমিক ফেডারেশন 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন', যা সে বছরই দৈনিক আট ঘন্টা কাজের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। একই বছর ১ ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল এর জেনেভা কংগ্রেসেও প্রস্তাবটি গৃহিত হয়।

১৮৮৪ সালে আট ঘন্টা কাজের দাবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয় আন্দোলন, যার সঙ্গে মে দিবসের জন্ম সরাসরি জড়িত। ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার ১ মে তারিখ থেকে দৈনিক আট ঘন্টা কাজের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে আন্দোলন গড়ে তোলে। সে বছর আট ঘন্টা কাজের দাবীতে সকল শ্রমিক ধর্মঘট করে বের হয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। ধর্মঘটের কেন্দ্র ছিল শিকাগো।

১৮৮৬ সালের ১ মে তারিখে শিকাগোতে শ্রমিকদের এক বিশাল সমাবেশ হয়। আন্দোলনের ডাকে সকল শ্রমিক কাজ বন্ধ করে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এর আগে শ্রেণী সংহতি প্রকাশের এত বলিষ্ঠ প্রকাশ আর দেখা যায় নি। সে দিন আট ঘন্টা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে।

৩ মে শিকাগোর ম্যাককর্মিক ফসল কাটার কারখানায় ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমাবেশের ওপর পুলিশের আক্রমনে নিহত হন চার শ্রমিক। পরদিন হে মার্কেটে এর প্রতিবাদে সমাবেশস্থলে অজ্ঞাতনামা কারও বোমার আঘাতে এক পুলিশ সার্জেন্টের মৃত্যু, এরপর লড়াইয়ে আরও চার শ্রমিক আর সাত পুলিশের মৃত্যুতে উন্মাদ হয়ে ওঠে পুলিশ বাহিনী। নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হে মার্কেট চত্বর রক্তে রঞ্জিত করে। এরপর প্রহসনের বিচারে ফাঁসির মঞ্চে নির্বিচারে প্রাণ দেন সংগ্রামী শ্রমিক নেতারা। জন্ম হয় এক মহান বিপ্লবের।

মে দিবসকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি দিবস হিসেবে উন্নীত করার পেছনে ২ সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল এর রয়েছে অনন্য অবদান। ১৮৮৯ সালে সংগঠনটির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় প্যারিসে। ঐ কংগ্রেসেই ১ মে তারিখটিকে বিশেষ দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের জন্য চিহ্নিত করা হয়, যা প্রতি বছরই শ্রমজীবী মানুষের একটি মহান দিবস হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হয়ে আসছে।

ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ: আমেরিকার শিকাগো শহরের শহীদ শ্রমিকদের অনুপ্রেরনায় ভারতবর্ষেও দাবি আদায়ে ধর্মঘট আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। রেল, চা বাগান ও স্টিমার শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও সংহতি ব্রিটিশদের কাঁপিয়ে তোলে ১৯২০ সালের দিকে। পরবর্তীকালে সুতাকলসহ বিভিন্ন কলকারখানায়

শ্রমিকদের দাবী আদায়ের জন্য সংগঠিত হতে থাকে। ঐ সময় গড়ে ওঠা ট্রেড ইউনিয়নসমূহ পালনের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু ওই সময় অধিকাংশস্থানে সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় গোপনে গোপনে মে দিবস পালিত হয়।

এই উপমহাদেশে প্রথম মে দিবসের অনুষ্ঠান পালন করা হয় মাদ্রাজে ১৯২৩ সালে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়া। তৎকালীন বাংলার শিল্পকেন্দ্র কলকাতায় সর্বপ্রথম মহান মে দিবস আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয় ১৯২৭ সালে। একই সময় তৎকালীন পূর্ব বাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশে মে দিবস পালিত হয়।

১৯৩৮ সালে নারায়ণগঞ্জে মে দিবস পালনের খবর পাওয়া যায়। দাবী আদায়ের জন্য পরবর্তী কোন কোন বছর মে দিবসে ধর্মঘট পালিত হয়। মে দিবসে ছুটি দেওয়ার দাবী উত্থাপিত হয় সর্বত্র। পুরো পাকিস্তান আমলে ঐক্যবদ্ধ ও পৃথক পৃথকভাবে প্রতিবছর উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে মে দিবস পালিত হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামসহ অন্যান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের দেশের শ্রমিকরা প্রমান করেছেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে বিছিন্ন থাকতে পারে না। আইন করে বা নানা কূটকৌশলের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যায় না। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তার নিজস্ব গতিতে চলে। ১৯৭০, ১৯৮০, ১৯৮৬, ১৯৯১ সাল সহ অন্যান্য সময় উল্লেখযোগ্য আন্দোলন করেছে। ১৯৮২ সালে এরশাদ সরকার ক্ষমতায় এসেই মার্শাল 'ল' জারি করে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরনসহ মিটিং করা নিষিদ্ধ করে দেয় । কিন্তু সামরিক শাসন জারির মাত্র ৬ মাসের ব্যবধানে সামরিক আইনকে উপেক্ষা করে চট্রগ্রাম পাহাড়তলী ওয়ার্কশপে নৌবাহিনীর হামলায় কুনু মিয়া হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে এরশাদ তথা সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন হয়।

বর্তমান প্রেক্ষাপট: মহান মে দিবসের আন্দোলনের একশত তেত্রিশ বছর পূর্তি হল। এ সময়ে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মানুষের সামাজিক অগ্রযাত্রায় অনেক অর্জন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আজ স্বীকৃত মানবাধিকার। মে দিবসের প্রধান দাবী আট ঘন্টা কাজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আইন করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং শ্রমিকের মৌলিক অধিকার, যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কাজের নিশ্চয়তা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রম আইনে শ্রমিককে আট ঘন্টা কাজ, বিশ্রাম, ছুটিসহ অন্যান্য অধিকারকে আন্তর্জাতিক মানদন্ডের আলোকে নিশ্চিত করা হয়েছে, যা ছিল মে দিবসের আন্দোলনকারী শ্রমিকগণের প্রধান দাবী।

কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই যে, এত সব অর্জনের পরেও সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনে এখনও অনেক পথ বাকি আছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু দেশে এমন অনেক পেশা রয়েছে যেখানে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ এখনও মে দিবসের পূর্বের জমানায় রয়ে গেছে।

মহান মে দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন: শ্রমিকের জন্য আট ঘন্টা কাজ, বিশ্রাম ও ছুটি নিশ্চিত করার দাবীতে বিল্‌স এর উদ্যোগে মহান মে দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১ মে ২০১৯ বিল্‌স এবং এর সহযোগী বিভিন্ন সংগঠন ও নেটওয়ার্কসমূহের উদ্যোগে রাজধানীতে বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক এর উদ্যোগে

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখছেন বিল্‌স এর উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মেসবাহউদ্দিন আহমেদ

'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হও' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ১ মে ২০১৯ পল্টন মোড়ে গৃহশ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া বিল্‌স এবং কেয়ার বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে সকাল ১০ টায় পল্টন মোড়ে গৃহশ্রমিকদের মানববন্ধন এবং র‍্যালির আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি বিল্‌স এফএনভি প্রকল্পের নারায়ণগঞ্জ ক্লাস্টারের উদ্যোগে নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করতে হাইকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন প্রণয়ের দাবীতে মানববন্ধন ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া বিল্‌স এর উদ্যোগে মুক্তাঙ্গনে একটি অস্থায়ী তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। তথ্য কেন্দ্র থেকে শ্রমিক অধিকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকাশনা বিতরণ করা হয়। অন্যদিকে মানিকগঞ্জের জয়রা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিল্‌স এর উদ্যোগে অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবিতে র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিল্‌স এফএনভি প্রকল্পের সাভার ক্লাস্টারের উদ্যোগে সাভার বাস স্ট্যান্ড এলাকায় মানববন্ধন এবং র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচিসমূহে বিল্‌স এর উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মেসবাহউদ্দীন আহমেদ, শাহ মোঃ আবু জাফর, নইমুল আহসান জুয়েল, ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, নির্বাহী কমিটির সদস্য শাকিল

আক্তার চৌধুরী, পুলক রঞ্জন ধর ও আব্দুল ওয়াহেদ, জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়নের উপদেষ্টা আবুল হোসাইন, বাংলাদেশ মেটাল, কেমিক্যাল, গার্মেন্টস ও দর্জি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি শহীদুল্লাহ বাদল, বিল্‌স এর কর্মসূচি পরিচালক কোহিনুর মাহমুদ ও নাজমা ইয়াসমিন সহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগঠিত দুই শতাধিক গৃহশ্রমিকসহ বিল্‌স ও এর নেটওয়ার্কভুক্ত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী, গবেষক ও সংবাদকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গৃহশ্রমিক সমাবেশে বক্তারা 'গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫' বাস্তবায়নের মাধ্যমে গৃহশ্রমিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণ সর্বোপরি তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, নির্যাতন-সহিংসতা বন্ধ এবং ন্যায্য মজুরি, ক্ষতিপূরণ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি 'গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি'কে আইনে পরিনত করার দাবি জানান।

অন্যদিকে বিল্‌স এর উদ্যোগে "মহান মে দিবসের চেতনা, আইএলও কনভেনশন-১ এর শতবর্ষ পুর্তি এবং বাংলাদেশে কর্মঘন্টার বর্তমান পরিস্থিতি" বিষয়ক একটি সেমিনার ৪ মে ২০১৯ রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স এর ভাইস চেয়ারম্যান এবং জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদ এর সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহা-পরিদর্শক শিবনাথ রায়। অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) সমন্বয়কারী

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায়

মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য শহীদুল্লাহ চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, বিল্‌স মহাসচিব নজরুল ইসলাম খান, যুগ্ম মহাসচিব ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, বিল্‌স সম্পাদক রওশন জাহান সাথী, এনসিসিডব্লিউই সদস্য সচিব নইমুল আহসান জুয়েল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জাকির হোসেন, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী এড. একেএম নাসিম, আইএলও বাংলাদেশের প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ সাইদুল ইসলাম, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের মহাসচিব সালাউদ্দিন স্বপন প্রমুখ। সেমিনারে মহান মে দিবসের চেতনা, আইএলও কনভেনশন-১ এর শতবর্ষ পুর্তি এবং বাংলাদেশে কর্মঘন্টার বর্তমান পরিস্থিতি শীর্ষক ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন বিল্‌স এর উপপরিচালক (তথ্য) মোঃ ইউসুফ আল মামুন।

বক্তারা বলেন, কনভেনশন অনুস্বাক্ষর, সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং শ্রম আইনে উল্লেখ থাকলেও বাস্তব অর্থে আট কর্মঘন্টার বিষয়টি মানা হচ্ছে না। প্রাতিষ্ঠানিকের চেয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র আরও বেশী অরক্ষিত। শ্রমশক্তি জরিপে অতিরিক্ত কর্মঘন্টার বিষয়টি

চট্টগ্রামে বিল্‌স এর ছাতা র‍্যালি

পরিলক্ষিত হওয়ার কথা উল্লেখ করে বাস্তবে এটি আরও বেশী হতে পারে বলে তারা মন্তব্য করেন। তৈরী পোশাক খাতে অতিরিক্ত কর্মঘন্টার বিষয়টি উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, অতিরিক্তি সময়ের কাজের চাপে শ্রমিকরা দৈহিক, মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। তারা বলেন, জীবন ধারণের উপযোগী মজুরি না পেয়ে শ্রমিকরা অতিরিক্ত কর্মঘন্টা কাজ করতে বাধ্য হয়। কর্মঘন্টা, বিশ্রাম ও ছুটির বিষয়টি লংঘনের ক্ষেত্রে শাস্তির বিষয়টি অপ্রতুল উল্লেখ করে বক্তারা সকল কর্মক্ষেত্রে আট কর্মঘন্টা, বিশ্রাম, ছুটি ও বাঁচার মতো মজুরি নিশ্চিত করার দাবী জানান।

চট্টগ্রামে বিল্‌স ডিজিবি-বিডব্লিউ প্রকল্পের উদ্যোগে ৪ মে ২০১৯ একটি ছাতা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি চট্টগ্রামের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন করে পুরনো রেলওয়ে স্টেশনে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স এলআরএসসি সেন্টার কোঅর্ডিনেশন কমিটির সদস্য এবং টিইউসি চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি তপন দত্ত, বিল্‌স সম্পাদক এবং জাতীয় শ্রমিক লীগের যুগ্ম সম্পাদক মো: শফর আলী, বিল্‌স সম্পাদক এবং বিজেএসডির চট্টগ্রামের সভাপতি এ এম নাজিমউদ্দিন, বিএফটিইউসি সভাপতি আনোয়ারুল হক, বিএলএফ সম্পাদক মো: নুরুল আবসার ভূইয়া, জেএসজে সহ সভাপতি এ কে এম মমিনুল ইসলাম প্রমূখ।

ছবিতে মে দিবস

পল্টনে বিল্‌স ও কেয়ার বাংলাদেশের র‍্যালি

সাভারে সাভার-আশুলিয়া আঞ্চলিক সমন্বয় কমিটির মানববন্ধন ও র‍্যালি

মানিকগঞ্জে বিল্‌স এর র‍্যালি

পল্টন মোড়ে নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক সমন্বয় কমিটির মানববন্ধন ও র‍্যালি

পল্টন মোড়ে গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের মানববন্ধন

জাতীয় প্রেসক্লাবে সেমিনারে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

বিবিএস'র প্রতিবেদন

দেশে হস্তচালিত তাঁত ১ লাখ ১৬ হাজার

দেশে বর্তমানে হস্তচালিত তাঁত রয়েছে ১ লাখ ১৬ হাজার ৬টি, যা ২০০৩ সালে ছিল ১ লাখ ৮৩ হাজার ৫১২টি। এর আগে ১৯৯০ সালে দেশে মোট ২ লাখ ১২ হাজার ৪২১টি হস্তচালিত তাঁত ছিল। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ধারাবাহিকভাবে কমে যাচ্ছে দেশের হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা। অর্থাৎ ১৯৯০ সালের তুলনায় দেশে হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ৪৫ দশমিক ৩৯ ভাগ কমেছে।

সেই সঙ্গে এ পেশার সঙ্গে জড়িত মানুষের সংখ্যাও কমেছে। প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ চলে যাচ্ছে অন্য পেশায়। দেশে শিল্পের প্রসার ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে এ কুটিরশিল্প। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তাঁত শুমারি-২০১৮ এর প্রাথমিক প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে।

এ উপলক্ষে আয়োজিত তাঁত শুমারি-২০১৮ এর প্রাথমিক প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব সৌরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক কৃষ্ণা গায়েন। বক্তব্য দেন উইং চিফ জাহিদুল হক সরদার। প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন তাঁত শুমারির প্রকল্প পরিচালক মহিউদ্দিন আহমেদ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিভাগীয় পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি তাঁত রয়েছে চট্টগ্রামে ৬৫ হাজার ২০০টি বা ৫৬ দশমিক ২০ শতাংশ। এর পরেই রয়েছে রাজশাহী বিভাগে ১৯ হাজার ৫৯৮টি বা ১৬ দশমিক ৮৯ শতাংশ। খুলনা বিভাগে ১৪ হাজার ৭৪৫টি বা ১২ দশমিক ৭১ শতাংশ। ঢাকা বিভাগে ১১ হাজার ৪৬৬টি বা ৯ দশমিক ৮৮ শতাংশ। সিলেট বিভাগে ৩ হাজার ২২৫টি বা ২ দশমক ৭৪ শতাংশ। রংপুরে ১ হাজার ৩২০টি বা ১ দশমিক ১৪ শতাংশ। বরিশালে ৩৬৫টি বা শূন্য দশমিক ৩১ শতাংশ এবং সবচেয়ে কম ময়মনসিংহ বিভাগে ৮৭টি হস্তচালিত তাঁত বা শূন্য দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ তাঁত রয়েছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান বলেন, শেষ পর্যন্ত হস্তচালিত তাঁত হয়তো থাকবে না। এটা আবেগ-অনুভূতির বিষয় নয়। যন্ত্রের কারণে ধীরে ধীরে হস্তচালিত তাঁত কমে যাবে। এটাই স্বাভাবিক। তবে এর সঙ্গে যন্ত্রচালিত তাঁতের হিসাব থাকলে ভালো হতো।

মন্ত্রী বলেন, সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী শুমারি পরিচালনা

করতে হবে। এজন্য বাজেটে কোনো সমস্যা হবে না। বাজেটের জন্য এদিক-ওদিকে হেঁটে সময় অপচয় করতে হবে না। আমরাই এসব শুমারির জন্য বাজেট দিতে পারব। তাছাড়া শুমারি প্রতিবেদন বাংলায় প্রকাশের তাগিদ দিয়ে এমএ মান্নান বলেন, কাজ করলেন বাংলায়, বললেন বাংলায় আর প্রতিবেদন দিলেন ইংরেজিতে। এটা কেমন হয়। সাধারণ মানুষের জন্য বাংলাতেই করতে হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৯০ সালে ৫৫ দশমিক ৫৬ ভাগ পুরুষ বা ৫ লাখ ৭১ হাজার ৭৬৫ জন এই শিল্পে থাকলেও ২০১৮ সালে এই হার ৪৪ দশমিক ২২ শতাংশে বা ১ লাখ ৩৩ হাজার ৪৪৪ জনে নেমে এসেছে। অবশ্য নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ৪৪ দশমিক ৩৫ ভাগ বা ৪ লাখ ৫৫ হাজার ৬৪২ জন থেকে ৫৫ দশমিক ৭৮ ভাগে বা ১ লাখ ৬৪ হাজার ৩১৩ জন এখনও টিকে আছে। দেশে অর্ধেকের বেশি হস্তচালিত তাঁত রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে। ভৌগোলিক পরিবেশ ও প্রযুক্তির ব্যবহারের সীমাবদ্ধতায় তারা এ শিল্প টিকিয়ে রেখেছে।

পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০৩ সালের পর ২০১৮ সালে সর্বশেষ শুমারি পরিচালনা করে। এবার সারা দেশে শুমারি পরিচালনা করা হয়েছে। বিবিএস সূত্র জানায়, দেশে বাগেরহাট, ভোলা, চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুর জেলায় তাঁত বা তাঁতি পাওয়া যায়নি।

সূত্র: দৈনিক যুগান্তর, ১৭ এপ্রিল ২০১৯

আউট সোর্সিংয়ের বেতন নির্ধারণ

আউট সোর্সিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ করা কর্মীদের বেতন নির্ধারণ করে দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। এতে সর্বোচ্চ ১৯ হাজার ১১০ টাকা ও সর্বনিম্ন ১৬ হাজার ১৩০ টাকা বেতন ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে এ পদ্ধতিতে নিয়োগ পাওয়া কর্মীদের পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। গত ১০ জুন ২০১৯ এক প্রজ্ঞাপনে ঢাকা মহানগর, ঢাকার বাইরে অন্যান্য সিটি করপোরেশন ও সাভার পৌর এলাকা এবং অন্যান্য এলাকায় অবস্থান ও নিয়োগ ক্যাটাগরির ভিত্তিতে এ বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ক্যাটাগরি-১-এ যারা নিয়োগ পাবে তাদের ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ১৯ হাজার ১১০ টাকা বেতন দিতে হবে। একই ক্যাটাগরিতে নিয়োগপ্রাপ্তরা অন্যান্য সিটি করপোরেশন এবং সাভার পৌর এলাকার জন্য বেতন পাবেন ১৮ হাজার ১২০ টাকা। এ ছাড়া দেশের অন্যান্য জায়গার জন্য বেতন হবে ১৭ হাজার ৬৩০ টাকা।

ক্যাটাগরি-২-এ নিয়োগপ্রাপ্তরা ঢাকায় বেতন পাবেন ১৮ হাজার ৬১০ টাকা। অন্যান্য সিটি করপোরেশনে ১৭ হাজার ৬২০ টাকা এবং অন্যান্য জায়গায় বেতন পাবেন ১৭ হাজার ১৩০ টাকা।

ক্যাটাগরি-৩-এ নিয়োগপ্রাপ্তরা ঢাকায় ১৮ হাজার ২১০ টাকা, অন্যান্য সিটি করপোরেশনে ১৭ হাজার ২২০ টাকা এবং অন্যান্য এলাকায় ১৬ হাজার ৭৩০ টাকা বেতন পাবেন।

ক্যাটাগরি-৪-এ ঢাকায় ১৭ হাজার ৯১০ টাকা, অন্যান্য সিটি করপোরেশনে ১৬ হাজার ৯২০ টাকা এবং অন্যান্য জায়গায় পাবেন ১৬ হাজার ৪৩০ টাকা।

পঞ্চম ক্যাটাগরিতে নিয়োগপ্রাপ্তদের জন্য ঢাকা শহরে ১৭ হাজার ৬১০ টাকা বেতন ধরা হয়েছে। অন্যান্য সিটি করপোরেশনে ১৬ হাজার ৬২০ ও অন্যান্য এলাকায় ১৬ হাজার ১৩০ টাকা বেতন ধরা হয়েছে। এই বেতন নির্ধারণে সমপর্যায়ের কর্মীদের মূল বেতন, বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা এবং দুটি উৎসব ভাতা ও নববর্ষ ভাতা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

আউট সোর্সিংয়ে নিয়োগপ্রাপ্তরা আলাদাভাবে উৎসব প্রণোদনা ও নববর্ষ প্রণোদনা পাবেন না। এসব বেতন কর্মীদের নিজের নামের ব্যাংক হিসাবে দিতে হবে। শুধু গাড়ি চালকদের অতিরিক্ত সময়ে কাজের জন্য প্রতি ঘণ্টায় ৮০ টাকা দেওয়া যাবে। তবে সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনসহ মাসে ১০০ ঘণ্টার বেশি অতিরিক্ত কাজ করানো যাবে না।

সূত্র: দৈনিক সমকাল, ১৩ জুন ২০১৯

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

নারীর কর্মসংস্থানে এগিয়ে বাংলাদেশ

গত এক দশকে বাংলাদেশে নারীর কর্মসংস্থান হার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। সেইসঙ্গে মজুরি ব্যবধানও কমে এসেছে। অর্থনীতিতে নারীর এই অগ্রগতির ফলে নারী-পুরুষ সমতায় বাংলাদেশ আরো এগিয়েছে বলে উল্লেখ করেছে বিশ্বব্যাংক।

সংস্থাটির প্রকাশিত 'ভয়েস টু চয়েস বাংলাদেশ জার্নি ইন ওমেনস্ ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ২০০৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে কর্মসংস্থানে নারীর অংশগ্রহণ ২৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এই অর্জনের পরেও নারীরা বৈষম্যের শিকার বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সীমিত। পুরুষের তুলনায় কর্মসংস্থানে নারীর অবস্থান এখনও অর্ধেক। স্বাধীনভাবে কর্মসংস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে এখনও পিছিয়ে রয়েছে দেশের নারীরা।

প্রতিবেদনের বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের অন্তবর্তীকালীন কান্ট্রি ডিরেক্টর রবার্ট সওম উল্লেখ করেছেন, নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে অনেক সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ, বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে। কিন্তু নারীদের অর্থনৈতিকভাবে আরো ক্ষমতায়ন করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। কর্মসংস্থানে নারীদের অবস্থান আগের চেয়ে বেশি হলেও নেপাল (৮০%) ও ভিয়েতনামের (৭৭%) চেয়ে অনেক কম। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলে বাংলাদেশের শ্রমের দক্ষতা আরো বাড়বে বলে তিনি মনে করেন।

প্রতিবেদনে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের সঙ্গে সঙ্গে সম্পদে অধিকারের বিষয়টিও উঠে এসেছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, সম্পদ নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে নারীরা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। নারীরা ভূমির মালিকানায় পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। গড়ে কৃষি জমির মালিকানা নারীদের তুলনায় পুরুষের ছয়গুণ বেশি রয়েছে। অকৃষি জমির মালিকানায় ১২ গুণ বেশি রয়েছে পুরুষের। অবশ্য গ্রামের নারীরা এখন তাদের উত্তরাধিকার নিয়ে আগের চেয়ে বেশি সোচ্চার। এর পরেও নারীদের একটি বড় অংশ তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদের অধিকার ত্যাগ করে দেয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সঞ্চয় ও ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের চেয়ে কম সুবিধা পাচ্ছে। শহুরে কর্মজীবী নারীদের আয়ের বড় অংশ ব্যয় হচ্ছে স্বামী ও সংসারের পেছনে। মাত্র ৩৬ ভাগ নারীদের ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে যেখানে পুরুষের রয়েছে ৬৫ ভাগ।

বাংলাদেশে নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষ করে এসএমই খাতে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূল বেশি। এর পরেও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাত্র ১.৭ শতাংশ নারীদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে, যা বিশ্বের অন্যদেশের তুলনায় সবচেয়ে কম।

সামাজিক এই বাধা দূর করতে নারীর সম্পত্তি রক্ষায় কঠোর আইনি কাঠামো ও প্রয়োগ ছাড়াও আর্থিক খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। বাল্যবিবাহ নারীর এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম বাধা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রতি দশটি বিয়ের ছয়টি হচ্ছে ১৮ বছরের নিচে। উচ্চমানসম্পন্ন ও উচ্চ আয়ের চাকরিগুলোতে যদি আরো বেশি নারীদের নেওয়া হয় তবে বাংলাদেশ আরো দ্রুত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ১ মে ২০১৯

সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশের তথ্য

ট্রেড ইউনিয়ন আবেদনের ৪৬% বাতিল হয়েছে

তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করতে ট্রেড ইউনিয়ন করার আবেদন সহজ করা হলেও গত আট বছরে আবেদনের ৪৬ শতাংশই বাতিল করেছে শ্রম দপ্তর। সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশের এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে।

সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশের উদ্যোগে 'সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা চর্চায় বাধা : ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক সাক্ষ্য-প্রমাণ' শীর্ষক আলোচনা সভায় এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। রাজধানীর তোপখানা রোডের এশিয়া হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টসে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর জন হার্টো। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন করার ক্ষেত্রে বাধা ও করণীয় বিষয়ে একটি গবেষণার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশের সিনিয়র লিগ্যাল কাউন্সিলর অ্যাডভোকেট এ কে এম নাসিম। নিবন্ধে বলা হয়, ২০১০ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে আট বছরে এক হাজার ৩১টি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, শ্রম দপ্তর ৪৬ শতাংশ আবেদনই বাতিল করেছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ত্রয়োদশ অধ্যায় 'ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্প সম্পর্ক'- ১৭৯ ধারা অনুযায়ী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের জন্য কারখানার ২০ শতাংশ শ্রমিকের সমর্থন প্রয়োজন হয়।

শ্রমিকরা তৈরি পোশাক কারখানায় ইউনিয়ন করার কারণে বরখাস্ত হওয়াসহ প্রতিনিয়ত অসৎ শ্রম আচরণের শিকার হয়, পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা ও ভাড়াটে গুণ্ডাদের দ্বারা মৌখিক ও শারীরিক নিপীড়নের শিকার হয়।

জরিপে দেখা গেছে, এই খাতে ৯৭ শতাংশ শ্রমিক এখনো ইউনিয়নের বাইরে রয়েছে। শ্রমিকরা শ্রম আইনের শর্ত মেনে আবেদন করলেও অযৌক্তিক কারণ দেখিয়ে তাদের নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ এমন সব শর্তের বোঝা চাপিয়ে দেয়, যা আইন বা বিধিসম্মত নয়, পাশাপাশি শ্রম আইনের মূল চেতনারও পরিপন্থী। আইএলওর বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের ২০১৭ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরস (এসওপিস) থাকা সত্ত্বেও আশঙ্কাজনক হারে আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

নিবন্ধনের আবেদন যেসব কারণে বাতিল হয় তার মধ্যে রয়েছে দরখাস্তে দেওয়া ইউনিয়ন সদস্যদের স্বাক্ষরের সঙ্গে কারখানা থেকে দেওয়া মজুরি বা বেতন স্বাক্ষরের সামান্য অমিল, ইউনিয়নের সদস্য নিয়োগকারী কর্তৃক প্রদত্ত কাগজপত্র যেমন পরিচয়পত্র বা পত্রের অনুলিপি দাখিল করতে অসমর্থ হওয়া, কারখানার পরিচয়পত্রের নম্বরের সঙ্গে কারখানার রেকর্ড বা দলিলপত্রের মিল না থাকা এবং কারখানা কর্তৃক প্রকৃত শ্রমিক সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ শ্রমিক সংখ্যা দেখানো, যেন ইউনিয়নের পক্ষে ২০ শতাংশ শ্রমিকের সমর্থন নেই মর্মে দাবি করা যায়।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইএলও, তৈরি পোশাক শিল্পের বিভিন্ন ব্র্যান্ড ও বায়ার, বিজিএমই, লেবার কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও গার্মেন্ট সেক্টরের ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল এবং শ্রমিক অধিকার বিষয়ে কর্মরত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও প্রতিনিধিরা।

সূত্র: দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৯ মে ২০১৯

তৈরী পোশাক খাতে সংস্কার তদারকিতে নতুন প্ল্যাটফর্ম

তৈরী পোশাক খাতের সংস্কার বিষয়ক দুই ক্রেতা জোট ইউরোপের অ্যাকর্ড এবং মার্কিন অ্যালায়েন্সের বদলে গড়ে ওঠা নিরাপনের বিকল্প হিসেবে শক্তিশালী একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হচ্ছে। রেডিমেড গার্মেন্টস সাসটেইনেবিলিটি কাউন্সিল (আরএসসি) নামে নতুন এই প্ল্যাটফর্ম পোশাক খাতের সংস্কারের ধারাবাহিকতা এবং উন্নয়ন তদারক করবে। সরকার, বিদেশি ব্র্যান্ড, ক্রেতা, পোশাক খাতের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি থাকবেন এতে। সাংগঠনিক কাঠামো এবং কার্যক্রমের রূপরেখা নির্ধারণের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ।

অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে ওই দুই প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো এবং কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি কাজে লাগানো হবে। এ জন্য প্রতিষ্ঠান দুটির বিশেষজ্ঞসহ এ বিষয়ক জনবল থাকবে আরএসসিতে। অ্যাকর্ডের অতিরিক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পরই দায়িত্ব বুঝে নেবে আরএসসি। গত ৮ মে থেকে অ্যাকর্ডের ২৮১ দিনের শেষ মেয়াদের দিন গণনা শুরু হয়েছে। মেয়াদ শেষে এই জোটে একীভূত হতে সম্মতি দিয়েছে ইউরোপের ক্রেতা জোটটি। এ বিষয়ে নিরাপনের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে। অ্যাকর্ড ও নিরাপনের বাইরেও বিশেষজ্ঞ হিসেবে বুয়েটের বেশ কয়েকজন পেশাদার বিশেষজ্ঞ থাকছেন এই প্ল্যাটফর্মে। আরএসসির কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অ্যাকর্ড অফিসে এখন থেকেই বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর আলাদা দুটি ইউনিট কাজ করছে।

পোশাক খাতে জাতীয় পর্যায়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীন নিরাপত্তা বিষয়ক মনিটরিং ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি থেকেই আরএসসি গঠন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা। এর উদ্দেশ্য, টেকসই তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র এবং ন্যায্য অনুশীলন। এ জন্য বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ-বহির্ভূত পোশাক কারখানাও তদারক করা হবে এই প্ল্যাটফর্মের অধীনে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সদস্য এবং এর বাইরে সব মিলিয়ে পোশাক কারখানার সংখ্যা এখন প্রায় সাত হাজার। তবে নিয়মিত উৎপাদনে থাকা কারখানার সংখ্যা চার হাজারের বেশি নয়। এর আগেও বছর দুয়েক আগে 'সম্মান' নামে এ রকম একটি প্ল্যাটফর্ম গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেটির অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন বর্তমানে বিজিএমইএ সভাপতি রুবানা হক। তবে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে তা গঠন করা সম্ভব হয়নি।

জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি হিসেবে রুবানা হক বলেন, দেশের পোশাক খাতের সংস্কার তদারকির দায়িত্বে থাকবে বিদেশিরা, এটা সম্মানজনক বিষয় নয়। দেশি, সক্ষম এবং গ্রহণযোগ্য একটি তদারক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনেই এটি গঠন করা হচ্ছে। অবশ্য এ রকম একটি সক্ষম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য বিদেশি ক্রেতাদের অনুরোধ ছিল অনেক দিন ধরেই। তিনি বলেন, স্বচ্ছতা এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে আরএসসিকে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন তারা। দেশের গ্রহণযোগ্য একজন প্রযুক্তিবিদের নেতৃত্বে আরএসসি টিম সাজাতে চান তারা। এই প্রতিষ্ঠানের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকবে না। পোশাক খাত যত দিন থাকবে, তত দিন টিকে থাকবে এ প্ল্যাটফর্ম। অর্থায়নের বিষয়ে তিনি বলেন, দেশি উদ্যোগে এটি পরিচালিত হবে। এতে অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন হবে না।

এ প্রসঙ্গে বিকেএমইএর সহসভাপতি ফজলে শামীম এহসান সমকালকে বলেন, সরকার, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর অর্থায়নে চলবে আরএসসি। পরে সম্ভব হলে ক্রেতাদের কাছ থেকে সহযোগিতা নেওয়া হবে। তবে ক্রেতাদের কাছ থেকে অর্থ পাওয়ার বিষয়ে খুব বেশি আশাবাদী নন তারা। কারণ, সংস্কার ব্যয় এবং নতুন কাঠামোয় মজুরি বৃদ্ধির পরও ক্রেতারা পোশাকের ন্যায্য দর দিচ্ছেন না। সেখানে বাড়তি অর্থ পাওয়া সহজ নয়।

সূত্র: দৈনিক সমকাল, ২৩ মে ২০১৯

নিরাপদ হতে হবে আন্তর্জাতিক অভিবাসন

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, আন্তর্জাতিক অভিবাসন নিরাপদ, নিয়মিত এবং মানবিক হতে হবে। ১৭ জুন ২০১৯ জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর শততম প্রতিষ্ঠার ১০৮তম সেন্টেনারি শ্রম সম্মেলনের বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'চাহিদার দিকে বিবেচনায় শ্রমিকদের সময়োপযোগী কাজে দক্ষ হতে হবে। যুবকদের দক্ষতা উন্নয়নে আমাদের আরো বিনিয়োগ করতে হবে। আর তখনই সেই শিক্ষা হবে জীবনব্যাপী শিক্ষা।'

বিশ্বে কাজের ধরন দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রত্যেক পরিবর্তনই নতুন সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে। এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে হবে। নতুন প্রযুক্তি জনসংখ্যার স্থানান্তর, অভিবাসন এবং জলবায়ু পরিবর্তন কাজের ধরন পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের গ্রিন জবের চাহিদা বাড়ছে। গ্রিন কাজ গ্রিন অর্থনীতি চলবে।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, নতুন প্রযুক্তির কারণে অনেক কাজ হারিয়ে যাবে। আবার নতুন কাজের সৃষ্টি হবে। এ জন্য আমাদের শ্রমিকদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি কার্যকরী শিক্ষা এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকার উল্লেখ করে বলেন, সরকার গার্মেন্ট কারখানার সংস্কার তদারকির জন্য ২০১৭ সালে সংস্কার সমন্বয় সেল-আরসিসি গঠন করে। সরকার আরসিসিকে খুব শিগগিরই একটি স্থায়ী শিল্প নিরাপত্তা ইউনিট হিসেবে গড়ে তুলবে। সরকার জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল গ্রহণ করেছে। শ্রম আইন এবং ইপিজেড শ্রম আইন যুগোপযোগী করে শ্রম বান্ধব করেছে।

সূত্র: দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৯ জুন ২০১৯

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে নিবন্ধ

আউটসোর্সিংয়ে ২য় বাংলাদেশ

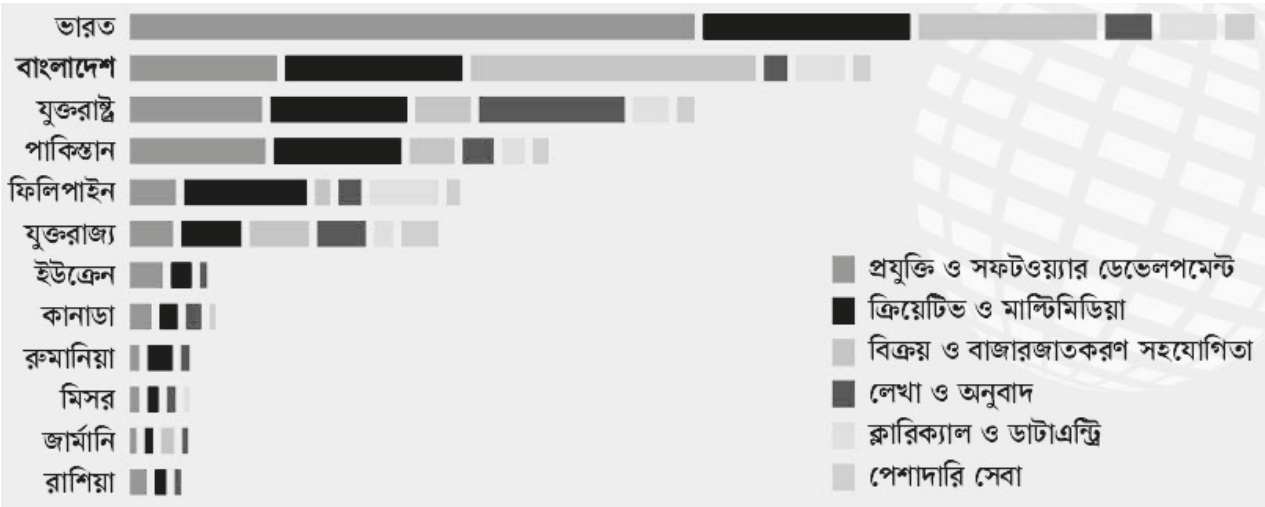

বৈশ্বিক ডিজিটাইজেশন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সুবাদে বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ। অনলাইন অর্থনীতির প্রসার ঘটছে এ দেশেও, বিশেষ করে ডিজিটাল আউটসোর্সিংয়ে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ হয়ে উঠছে এখন বাংলাদেশ। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত 'হাউ দ্য ডিজিটাল ইকোনমি ইজ শেপিং এ নিউ বাংলাদেশ' শীর্ষক এক নিবন্ধে বাংলাদেশের আউটসোর্সিং সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হয়।

নিবন্ধে বলা হয়, একটি দেশের অর্থনৈতিক ডিজিটাইজেশন শুধু পণ্য ও সেবার উদ্ভাবনই বাড়ায় না, সেই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি করে ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে জোরালো করে। কম খরচ ও ঝুঁকি বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াসহ উন্নত বিশ্বের অনেক বড় বড় কম্পানি এখন বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে আইটি আউটসোর্সিং করছে। এতে বাংলাদেশ হয়ে উঠছে ফ্রিল্যান্সিং কর্মসংস্থানের একটি বড় উৎস।

ফ্রিল্যান্সিং কাজের মধ্যে কম্পিউটার প্রগ্রামিং থেকে শুরু করে ওয়েব ডিজাইন, কর প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও অনুসন্ধান ইঞ্জিন ওপটিমাইজেশনসহ অনেক কাজই রয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক এসব কাজ উদীয়মান দেশগুলোতে কর্মসংস্থানের বিপুল সুযোগ তৈরি করেছে, যা আগে ছিল না। ফলে বাকি বিশ্বকে আউটসোর্সিং সেবা দেওয়ার দিক থেকে বিশ্বের শীর্ষস্থানে রয়েছে এখন এশিয়া। ফ্রিল্যান্সিং কাজের ক্ষেত্রে একজন মানুষ প্রথাগত চাকরির চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনতা ও সুবিধা পেয়ে থাকে। যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো সময় কাজ করা যায়, রাস্তার জ্যাম পেরিয়ে অফিসে যেতে হয় না, নিজের বাসাতেই কাজ করা যায়। ক্লায়েন্ট বা প্রকল্প নিজের পছন্দমতো নেওয়া যায় এবং বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশ করা যায়। ফলে বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিং হয়ে উঠেছে অনেক বাংলাদেশির জন্য পছন্দের ক্যারিয়ার।

বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ডিজিটাইজেশন উদ্যোগের ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোবাইল ইন্টারনেটের পাশাপাশি ব্রডব্যান্ড সেবাও ছড়িয়ে পড়ছে। এতে এ দেশের তরুণ-তরুণীদের জন্য ফ্রিল্যান্সিং অনেক সহজ হয়ে গেছে। অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের (ওআইআই) তথ্য অনুযায়ী, অনলাইন শ্রমিক সরবরাহে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ দেশ। বর্তমানে এ দেশের নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সার রয়েছে ছয় লাখ ৫০ হাজার। এর মধ্যে প্রায় পাঁচ লাখ নিয়মিত কাজ করছে। বাংলাদেশের আইসিটি ডিভিশনের তথ্য অনুযায়ী তারা বার্ষিক ১০ কোটি ডলার আয় করছে।

অনলাইন শ্রমিক সরবরাহে বিশ্বের শীর্ষ দেশ ভারত, বৈশ্বিক ফ্রিল্যান্সার শ্রমিকের ২৪ শতাংশই ভারতের, দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সার বিশ্বের ১৬ শতাংশ। তৃতীয় অবস্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিল্যান্সার ১২ শতাংশ। একেক দেশ একেক ধরনের আউটসোর্সিং কাজে গুরুত্ব দিচ্ছে। যেমন ভারতের ফ্রিল্যান্সাররা প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে বেশি কাজ করছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সাররা বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ সেবায় এগিয়ে।

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের চার কোটি ৪০ লাখ তরুণের প্রতি ১০ জনের একজন বেকার। প্রতিবছরই বিশ্ববিদ্যালয় পেরোনো হাজার হাজার শিক্ষার্থী পছন্দমতো চাকরি না পেয়ে বেকার বসে আছে। ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তবে খুব সহজেই আইটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করার সুযোগ রয়েছে তাদের সামনে।

বাংলাদেশে এখন অনেক শিক্ষিত নারীকে সংসারের দায়িত্ব নিয়ে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়। তাদের জন্যও ফ্রিল্যান্সিং দারুণ সুযোগ। ঘরে বসেই কাজের সুযোগ থাকায় বাংলাদেশের নারীরা তাদের প্রথাগত সাংসারিক দায়িত্বের গণ্ডি পেরিয়ে ফ্রিল্যান্সিংকে ক্যারিয়ার সংকটের সমাধান হিসেবে দেখছে। গবেষণা বলছে, বাংলাদেশের নারীরা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে এখন পুরুষের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। আর নারীদের অংশগ্রহণে এই খাত আরো শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তথ্য-প্রযুক্তি সেবা নিশ্চিতে সরকার প্রতি জেলায় আইসিটি পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। এখানে শ্রমব্যয় কম থাকায় বিশ্বের আউটসোর্সিং বাজারে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করতে পেরেছে বাংলাদেশ। তবে এখনো বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বাংলাদেশের। সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে বিদ্যুৎবিভ্রাট, এ ছাড়া ইন্টারনেট সেবার মান নিয়েও অভিযোগ রয়েছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের মূল্যও অনেক বেশি। প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকা ফ্রিল্যান্সারদের জন্য এটা অনেক বড় সমস্যা। ব্রডব্যান্ড সুবিধা থাকলেও অনেক সময় তা ধীরগতির হয়। আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে টাকার সহজ লেনদেনের ব্যবস্থা। বিশেষ করে বিদেশ থেকে টাকা নেওয়ার ক্ষেত্রে সহজ কোনো উপায় নেই। আর নারী ফ্রিল্যান্সারদের সংখ্যা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেলেও এখনো তা যথেষ্ট নয়।

তবে এসব সীমাবদ্ধতার বাইরে সম্ভাবনার জায়গাও কম নেই। এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যাদের বিশাল একটি তরুণ জনগোষ্ঠী আছে। ১৬ কোটি ৩০ লাখ মানুষের মধ্যে প্রায় ৬৫ শতাংশেরই বয়স ২৫ বছরের নিচে। এই বিশাল তরুণ ও শক্তিশালী জনসম্পদ এখনো এই ফ্রিল্যান্স বাজারের সম্ভাবনা নিয়ে পুরোপুরি অবগত নয়। বিগত বছরগুলোয় ফ্রিল্যান্সিং জনপ্রিয় হলেও এখনো বাংলাদেশের হাজার হাজার তরুণের জন্য এটা নিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

সূত্র: কালের কণ্ঠ, ২৩ জুন ২০১৯

আরও ২৮১ দিন সময় পেল অ্যাকর্ড

ACCORD
on Fire and Building Safety in Bangladesh

ইউরোপের ক্রেতাদের সমন্বয়ে গঠিত কারখানা পরিদর্শন জোট অ্যাকর্ড আরও ২৮১ দিন বাংলাদেশে কার্যক্রম চালাতে পারবে বলে আদেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ। অ্যাকর্ড ও বিজিএমই'এর সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্বারক (এমওইউ) অনুযায়ী তাদেরকে এই সময় দেওয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষণে আপিল বিভাগ বলেন, সমঝোতা স্বারক (এমওইউ) অনুযায়ী এই সময়ের মধ্যে অ্যাকর্ডকে সব দায়িত্ব বিজিএমইএ'কে হস্তান্তর করতে হবে। পাশাপাশি অ্যাকর্ডের ভেতরেও একটি বিজিএমইএ সেল গঠন করা হবে।

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের চার সদস্যের বেঞ্চ ২০ মে ২০১৯ অ্যাকর্ডের আপিল আবেদন নিষ্পত্তি করে পর্যবেক্ষণসহ এই আদেশ দেন। এর ফলে অ্যাকর্ড ও বিজিএমইএ'ও যৌথভাবে কার্যক্রম চলতে আইনগত কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা।

শুনানিতে আপিল বিভাগ বলেন, অ্যাকর্ড ও বিজিএমইএ যৌথভাবে কারখানা পরিদর্শন ও এর নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করবে। আপিল বিভাগে রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাকর্ডের সময় আবেদনের শুনানি করেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মুরাদ রেজা। বিজিএমইএ'র পক্ষে শুনানিতে ছিলেন ব্যারিস্টার ইমতিয়াজ মইনুল ইসলাম এবং অ্যাকর্ডের পক্ষে আইনজীবী সালাউদ্দিন আহমেদ।

আদেশের পরে ইমতিয়াজ মইনুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, অ্যাকর্ড ও বিজিএমইএর মধ্যে একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেই স্মারকের শর্তানুসারে অ্যাকর্ডকে ২৮১ দিন সময় দেওয়া হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারে রানা প্লাজা ধসের পর একই বছরের ১৫ মে ইউরোপের ২০টি দেশসহ উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার ২০০ ব্র্যান্ড এবং খুচরা ক্রেতা ও কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়নের সমন্বয়ে অ্যাকর্ড গঠিত হয়। সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী, পাঁচ বছরের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়েছে। তবে সরকারের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ছয় মাস সময় এ দেশে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয় অ্যাকর্ড এবং অপর ক্রেতাজোট উত্তর আমেরিকার অ্যালায়েন্সকে। বর্ধিত সেই মেয়াদও শেষ হয়েছে। এরই মধ্যে ২০১৭ সালে হাইকোর্টে অ্যাকর্ডের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি রিট দায়ের করা হয়। ওই রিটে গত বছরের ৯ আগস্ট চূড়ান্ত রায় দেন হাইকোর্ট।

রায়ে অ্যাকর্ডকে বাংলাদেশ থেকে সকল কার্যক্রম গুটিয়ে নিতে বলা হয়েছিল। পরে হাইকোর্টের ওই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করে অ্যাকার্ড। এরপর ওই আপিলের শুনানি শেষ না হওয়ায় কয়েক দফায় অ্যাকর্ডের কার্যক্রমের মেয়াদও বাড়িয়েছিলেন আপিল বিভাগ।

সূত্র: দৈনিক সমকাল, ২০ মে ২০১৯

বিল্‌স সংবাদ

সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা রায় রমেশ চন্দ্রের প্রয়াণ

সর্বস্তরের নাগরিকদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও শোকসভায় জীবন ও কর্মকে স্মরণ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য, ইউনাইটেড ফেডারেশনস্ অব গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স এর সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল এর প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ও সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা রায় রমেশ চন্দ্র গত ১৫ মে, ২০১৯ ভোর রাতে রাজধানীর লালমাটিয়াস্থ নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ট্রেড ইউনিয়ন অঙ্গণে শোকের ছায়া নেমে আসে। রায় রমেশের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এক শোকবার্তায় তিনি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

প্রয়াত রায় রমেশ চন্দ্রের প্রতি ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের নাগরিকবৃন্দ ১৭ মে ২০১৯ শুক্রবার শ্রদ্ধাজ্ঞাপণ করেন। তার মরদেহ বেলা ২টায় রাজধানীর তেজগাঁও ট্রাকস্ট্যান্ডে নেয়া হয়। সেখানে সর্বস্তরের পরিবহন নেতৃবৃন্দ তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এরপর বেলা ৩টায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ জাতীয় শ্রমিক লীগ অফিসে নেওয়া হয়। সেখানে আওয়ামী লীগের শ্রম বিষয়ক সম্পাদক ও বিল্‌স চেয়ারম্যান মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদ ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ সিরাজুল ইসলাম সহ সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধাজ্ঞাপণ করেন।

এরপর তার মরদেহ আনা হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে। সেখানে বিল্‌স ও আইবিসি নেতৃবৃন্দ, বিল্‌স যুব ফোরাম সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক, আইনজীবিসহ সকল স্তরের মানুষ তাকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন

শোক সভায় বক্তব্য রাখছেন বিল্‌স চেয়ারম্যান মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ

করেন। তারা সকলেই শ্রমজীবি মানুষের জন্য রায় রমেশ চন্দ্রের আন্দোলনের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণের পাশাপাশি তার জীবন ও কর্মের ওপর স্মৃতিচারণ করেন। তারা সকলেই তার আত্মার শান্তি কামনা করে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাইফুজ্জামান শেখর, এমপি, শিরীন আক্তার, এমপি, শামসুন্নাহার ভূঁইয়া, এমপি, আইএলও'র কান্ট্রি ডিরেক্টর তোমো পুতিয়াইনিন, এফইএস এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি টিনা ব্লোম, অ্যাকর্ড বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক রব ওয়েজ, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) সমন্বয়কারী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য শহীদুল্লাহ চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম মহাসচিব ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, বিল্‌স সম্পাদক রওশন জাহান সাথী, মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া, আব্দুল কাদের হাওলাদার, আবুল কালাম আজাদ, এনসিসিডব্লিউই সদস্য সচিব নইমুল আহসান জুয়েল, আইবিসির চেয়ারম্যান গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মহাসচিব সালাউদ্দিন স্বপন প্রমুখ।

প্রয়াত রায় রমেশ চন্দ্রের জীবন, সংগ্রাম ও অবদানের কথা স্মরণ করতে বিল্‌স সেমিনার হলে ৩০ জুন, ২০১৯ একটি শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রায় রমেশ চন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে সভায় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ বলেন, তিনি দেশের পাশাপাশি সমাজের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তার কর্মজীবনের কথা স্মরণ করে বক্তারা বলেন, তিনি সংগ্রামে এবং সংকটে সবসময় শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং শ্রমিক কল্যাণে কাজ করেছেন।

শোক সভায় সভাপতিত্ব করেন বিল্‌স চেয়ারম্যান মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ। বক্তব্য রাখেন বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর, ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, মহাসচিব নজরুল ইসলাম খান, যুগ্ম মহাসচিব ডা: ওয়াজেদুল ইসলাম খান, যুগ্ম মহাসচিব ও নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসান, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী আশিকুল আলম, আইএলও অ্যাক্টাভ দক্ষিণ এশিয়া-এর ওয়ার্কার্স স্পেশালিস্ট সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, আইএলও এসডিআইআর প্রকল্পের চিফ টেকনিক্যাল অফিসার নীরান রামজুঠন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ এ এম ফয়েজ হোসেন, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ এবং বিল্‌স কর্মকর্তাবৃন্দ । প্রয়াত রায় রমেশ চন্দ্রের পরিবারের সদস্যরাও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ জাতীয় শ্রমিক লীগ কার্যালয়ের সামনে শ্রমিক লীগের নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধাজ্ঞাপণ

শহীদ মিনারে বিল্‌স নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধাজ্ঞাপণ

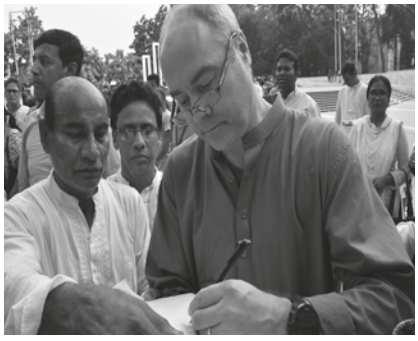

শোক বইয়ে স্বাক্ষর করছেন আইএলও বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর তোমো পৌতিয়াইনিন

এফইএস বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি টিনা ব্লোমের শ্রদ্ধাজ্ঞাপণ

বিল্‌স যুব নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধাজ্ঞাপণ

শ্রমিক নেতা রায় রমেশঃ যুবা'দের প্রেরণা

-কনক বর্মন

পৃথিবীর পথচলা যেদিন থেকে শুরু, শ্রমিক-মালিক কিংবা শোষক-শোষিতের পথচলাও ঠিক সেদিন থেকেই শুরু। ফলে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রাপ্তির যে লড়াই তা পৃথিবী সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই, যা আজও চলমান। শ্রমিকের অধিকার প্রাপ্তির এই যে লড়াই সেই লড়াইয়ের পথ প্রদর্শকগণ জন্ম নিয়েছেন যুগে যুগে দেশে দেশে। বাংলাদেশে শ্রমিক অধিকার প্রাপ্তির লড়াইয়ে যাঁরা পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন এবং করছেন তাঁদেরই একজন ছিলেন শ্রমিক নেতা রায় রমেশ চন্দ্র, সকলের প্রিয় রমেশ দা।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর জাপানের জেনসেন ডোম ইনস্টিটিউট থেকে ট্রেড ইউনিয়ন ও পলিটিক্যাল ইকোনোমি বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি ইতালি ও বুলগেরিয়া থেকেও শ্রম বিষয়ে তিনি উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। শ্রমিকের অধিকার প্রাপ্তি নিয়ে কাজ করতে ১৯৮০ সালে যুক্ত হয়েছিলেন শ্রমিক রাজনীতিতে এবং কাজ করে গেছেন পৃথিবীতে অবস্থান করার শেষ দিন পর্যন্ত। দুই দফায় দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে। দায়িত্ব পালন করেছেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-আইএলও এর গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে। শেষ দিন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে গেছেন ইউনাইটেড ফেডারেশন অব গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স এর সভাপতি এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে।

যেকোনো পরিবর্তনের লড়াই সেটা দুই চার দিন কিংবা দুই চার বছরের নয়। আর যদি সেই লড়াইটা হয় শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, তাহলে তো কথাই নেই! এক কথায় বলা যায়- অনন্ত কালের লড়াই! তাই তো পথ প্রদর্শকরা সবসময় যে কাজটি করেছেন বা করে থাকেন সেটি হলো লড়াইয়ের ময়দানে তাঁদের উত্তরসূরি তৈরি করা এবং রেখে যাবার। আর উত্তরসূরি তৈরির ক্ষেত্রই হলো শ্রমিক রাজনীতির যুবা'রা। এমন ভাবনাটি রমেশ'দাকেও তাড়িত করেছিলো। তাইতো তিনি তাঁর প্রিয় সংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগে যুবা'দের নেতৃত্বকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন যুব শ্রমিক লীগের।

শ্রমিক রাজনীতিতে যুবা'রা অতীতে ছিলো, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু ভবিষ্যত যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁদের জন্য আলাদা কাজের ক্ষেত্র তৈরি করা এবং প্রশিক্ষিত করার ভাবনাটা সকলের কাছ থেকে আসেনি। খুব বেশীদিন পূর্বের ভাবনাও নয়। যদি ভুল না হয়, রমেশ'দা এবং তাঁর সমসাময়িক দুই-চারজন শ্রদ্ধাভাজন শ্রমিক নেতারাই কেবল এই পথের সূচনা করেছিলেন। কারণ সারা পৃথিবীব্যাপী শ্রমিক রাজনীতিতে যুবা'দের নিয়ে যে পরিবর্তিত চিন্তা শুরু হয়েছিলো তার সাথে বাংলাদেশের শ্রমিক রাজনীতিতে যুবা'দের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা রমেশ'দারা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। আজ রমেশ'দা নেই। কিন্তু শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে লড়াই তিনি করে গেছেন, তা আজও বিদ্যমান আছে। আছে তাঁর উত্তরসূরিরা লড়াইয়ের ময়দানে। অধিকার প্রতিষ্ঠার এ লড়াই চলবেই। আর চলমান এই লড়াইয়ে রায় রমেশ থাকবে যুবা'দের প্রেরণা হয়ে।

তথ্য সূত্রঃ http://magurabarta24.com/18387-2/

লেখক: সাংগঠনিক সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিক জোট-বাংলাদেশ

যুব নেতৃবৃন্দের সাথে পাঠচক্রে প্রয়াত রায় রমেশ চন্দ্র (ফাইল ফটো)

ঢাকা মহানগরীর রিকশাচালকদের অধিকার ও নিরাপত্তা বিষয়ে বিল্‌স এর গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ

মানবিক দিক বিবেচনা করে রিকশাচালকদের বিষয়ে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর উদ্যোগে ঢাকা মহানগরীর রিকশাচালকদের জীবন-সংগ্রাম, দেশের পন্য ও নাগরিক পরিবহনে তাদের প্রয়োজনীয়তা, অবদান এবং সংগঠিতকরণ বিষয়ে পরিচালিত একটি গবেষণা প্রতিবেদনের প্রকাশনা অনুষ্ঠান ২৭ জুন ২০১৯ রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স চেয়ারম্যান মো: হাবিবুর রহমান সিরাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স এর ভাইস চেয়ারম্যান শিরিন আখতার, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুন্নাহার ভূইয়া, এমপি, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপ এর চৌধুরী আশিকুল আলম, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মো: ইনসুর আলী, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম খান নাসিম, বাংলাদেশ রিকশা-ভ্যান মালিক সমিতির সভাপতি হারুন অর রশিদ খান, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট দেলোয়ার হোসেন খান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক মো: আসাদুজ্জামান, বিল্‌স এর যুগ্ম মহাসচিব ও নির্বাহী পরিচালক মো: জাফরুল হাসান প্রমুখ। এছাড়া বিল্‌স এবং স্কপ সহযোগী জাতীয় ফেডারেশনসমূহের নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিল্‌স পরিচালক কোহিনূর মাহমুদ এবং গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সহ গবেষক খন্দকার আ: সালাম।

প্রধান অতিথীর বক্তব্যে শিরিন আখতার, এমপি বলেন্, রিকশার বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনকে স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা করতে হবে। বিশেষ করে দ্রুত এবং স্বল্পগতির যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ও যন্ত্রচালিত যানবাহনের বিষয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। রিকশাচালকদের মানবিক বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনকে এগিয়ে আসতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। শামসুন্নাহার ভূইয়া, এমপি বলেন সরকারের ঘোষিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে রিকশা চালকদের অন্তভূক্তির বিষয়টি উত্থাপন করা যেতে পারে। স্বাগত বক্তব্যে মো: জাফরুল হাসান বলেন, রিকশা প্রত্যেকের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় বাহন, কিন্তু রিকশাচালকরা প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন। তাদের মানবাধিকার, জীবন-যাপন, আইনী সুরক্ষা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে।

বক্তারা বলেন, সারা দেশে অবৈধভাবে ব্যাটারী চালিত রিকশা চলছে। এদের কারণে যানজট এবং দূর্ঘটনার ঘটনা ঘটছে। এগুলো বন্ধ করতে প্রশাসনকে এগিয়ে আসতে হবে। রিকশা উঠিয়ে

গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিল্‌স চেয়ারম্যান মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ সহ নেতৃবৃন্দ

দেওয়ার আগে রিকশা চালকদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অধিকার আদায়ে রিকশা চালকদের সংগঠিত হতে হবে। তারা বলেন, রিকশাচালকদের সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তার প্রয়োজন। শ্রমিক হিসেবে তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন। তারা আরও বলেন, রিকশার জন্য পৃথক লেন তৈরী হলেও পরবর্তীতে তা আর রাখা যায় নি। রিকশাচালকদের মতো মালিকরাও হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে তারা মন্তব্য করেন। তারা রিকশাচালকদের মানবিক বিষয়টি বিবেচনা করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপও কামনা করেন।

সভাপতির বক্তব্যে মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ বলেন, রিকশার বিষয়ে সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। মানবিক দিক বিবেচনা করে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সকল পক্ষকে সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিষয়টি মহান সংসদে উপস্থাপিত ও আলোচিত হলে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকা শহরের ৬০ শতাংশ বাসিন্দা তাদের প্রয়োজনে রিকশায় চড়ে। ঢাকা সিটি করপোরেশন রিকশার লাইসেন্স দেওয়ার একমাত্র কর্তৃপক্ষ। ১৯৮৬ সালে সিটি করপোরেশন সর্বশেষ ৭৯ হাজার ৫৫৪ রিকশার লাইসেন্স দিয়েছিল। এরপর থেকে লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ আছে। ঢাকা শহরে এখন আনুমানিক ১১ লাখ রিকশা আছে বলে গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। বিশাল সংখ্যায় অদক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় রিকশা পরিবহন খাতে। এখানে বিনিয়োগ অল্প, এ পেশায় ঢোকা-বের হওয়া সহজ, নগদ আয় হয়। আবার এটি চালাতে কোনো বিশেষ দক্ষতারও দরকার পড়ে না। রিকশার আরেকটি দিক, এটা সহজেই পাওয়া যায়। এটি চালাতে নিয়মনীতির এত কড়াকড়ি নেই। গ্রামাঞ্চল থেকে নগরে আসা অদক্ষ শ্রমিকের ভরসা এটি।

জরিপে দেখা যায়, রিকশাচালকের পরিবারের মাসে গড় আয় ১৩ হাজার ৩৮২ টাকা। এর মধ্যে ৬৮ শতাংশই আসে রিকশা চালনা থেকে। ৯০ শতাংশ পরিবারের আয়ের উৎস রিকশা চালনা। জরিপে অংশ নেওয়া রিকশাচালকদের মধ্যে ৮০ শতাংশ চালক হিসেবে ঢাকাতেই কাজ শুরু করেছেন। এ পেশায় আসার আগে বেশির ভাগ (৫৭ দশমিক ১ শতাংশ) দিনমজুরের কাজ করতেন। এ ছাড়া আগে ব্যবসা (১৩ দশমিক ৮ শতাংশ) ও কৃষিকাজেও (১২ দশমিক ১ শতাংশ) নিয়োজিত ছিলেন অনেক রিকশাচালক। রিকশা চালনাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বেশির ভাগ রিকশাচালক অন্য কোনো কাজ না পাওয়া এবং পুঁজি ও দক্ষতার অভাবকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

ঢাকা শহরের রিকশাচালকেরা গড়ে প্রতি পাঁচ মাসে একবার করে তাঁদের গ্রামের বাড়ি যান। তবে তাঁরা প্রায় পুরো বছরই রিকশা চালান। ঢাকার রিকশাচালকদের ৬২ শতাংশ সপ্তাহে সাত দিনই রিকশা চালান। ২৮ শতাংশ রিকশাচালক সপ্তাহে ছয় দিন রিকশা চালান। দিনে একটি শিফটে রিকশা চালান চালকেরা। মোট নয় ঘণ্টা রিকশা চালান তাঁরা। ঘুম বা অন্যান্য কাজে রিকশাচালকেরা মোট ১৫ ঘণ্টা সময় পান।

ঢাকার ৯৬ শতাংশ রিকশাচালকের নিজস্ব রিকশা নেই। প্রতিদিন গড়ে ১১৩ টাকা ভাড়া দিয়ে রিকশা চালান তাঁরা। রিকশা চালানোর ক্ষেত্রে কোনো লিখিত চুক্তি থাকে না। রিকশা রক্ষণাবেক্ষণের সব খরচ চালকের। দুর্ঘটনায় পড়লে এর খরচ রিকশাচালককেই দিতে হয়। ৫৪ শতাংশ রিকশাচালক কোনো না কোনো দুর্ঘটনার শিকার হন। প্রায় ৪৪ শতাংশ রিকশাচালক বাসের সঙ্গে ধাক্কায় আহত হন। এক রিকশার সঙ্গে আরেক রিকশার সংঘর্ষই বেশি হয়। এ দুর্ঘটনায় খুব বেশি ক্ষতি হয় না। তবে বাসের সঙ্গে দুর্ঘটনায় ক্ষতি হয় অনেক বেশি। দুর্ঘটনায় পড়লে ৩৪ শতাংশ ক্ষেত্রেই পথচারীদের সহায়তা পান রিকশা চালকেরা। ৩২ শতাংশ ক্ষেত্রে অন্য রিকশা চালকেরা সহায়তার হাত বাড়ান তাঁদের প্রতি।

চুরি ও ছিনতাইয়ের কারণে ঢাকা শহরের রিকশা চালকদের এক-চতুর্থাংশ তাঁদের রিকশা হারান। এ ক্ষেত্রে দায় তাঁদের ওপরই বর্তায়।

রিকশা চালনার জন্য এক বা একাধিক রোগে ভোগেন রিকশা চালকরা। জ্বর রিকশাচালকদের একেবারে সাধারণ অসুখ। এর পাশাপাশি সর্দি, ব্যথা, দুর্বলতা, জন্ডিস ও ডায়রিয়ার শিকার হন। অসুখে পড়লে ৯৬ শতাংশ রিকশাচালক যান হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে।

প্রায় সব রিকশাচালকই আরোহীদের কাছে থেকে দুর্ব্যবহার পান। আরোহীরা রিকশাচালকদের মারপিট, গালিগালাজ এবং ভাড়া নিয়ে ঝামেলা করেন। চালকদের মধ্যে ৬৩ শতাংশ বলেছে, তারা আরোহীদের দ্বারা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়।

ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে রিকশাচালকদের সম্পর্ক ভালো না কোনোমতেই। ৯১ শতাংশ রিকশাচালক জানান, তাঁরা পুলিশের কাছে থেকে নানা রকম নিগ্রহের শিকার হন। এর মধ্যে আছে ধমক, তাচ্ছিল্য করা ও শারীরিক নিগ্রহ। পুলিশ রিকশার টায়ারের হাওয়া ছেড়ে দেয়, সিট নিয়ে চলে যায়, কখনো কখনো কান ধরতে বাধ্য করা হয়।

যে মালিকদের কাছে থেকে রিকশা নেন, সেই মালিকদের মাধ্যমে নিগ্রহের শিকার কম হন চালকেরা। ৬০ শতাংশ চালক বলেন, মালিকেরা তাঁদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন না। তবে ৪০ শতাংশ চালক বলেন, তাঁরা ধমক, তাচ্ছিল্য ও শারীরিক নিগ্রহের শিকার হন। ব্যতিক্রম ছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মালিকদের সঙ্গে রিকশাচালকদের সম্পর্ক ভালো।

প্রায় কোনো রিকশাচালক শ্রমিক হিসেবে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে জানেন না। তবে রিকশাচালকেরা অর্ধেকেরও বেশি শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত বলে দাবি করেন; যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা এসব সংগঠনের নাম জানেন না। ভালো কোনো সংগঠনের প্রত্যাশা করেন ৬২ শতাংশ চালক।

এলাকা ভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং মনডিয়াল এফএনভি'র সহযোগিতায় এলাকা ভিত্তিক ক্লাস্টার কমিটির গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক সভা বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং গার্মেন্টস শিল্পের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে এসব সভার আয়োজন করা হয়। সভায় "গামেন্টস সেক্টরে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি: বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা এবং সুপারিশ প্রনয়ণ" বিষয়ক গবেষণার উপর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ ক্লাস্টার কমিটির সভা ২৮ মে ২০১৯ হোটেল গোল্ডেন সান, ধোলাইপার, নারয়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। স্কপ নারায়ণগঞ্জ ক্লাস্টার কমিটির সমন্বয়কারী এবং বিল্‌স এর ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদের সভাপতিত্বে সভায় আইবিসি নারায়ন-গঞ্জ ক্লাস্টার কমিটির সমন্বয়কারী মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ওয়ার্কার্স সলিডারিটির সভাপতি মোঃ রুহুল আমিন, বিল্‌স, স্কপ ও আইবিসি অর্ন্তভূক্ত নারায়ণগঞ্জ ক্লাস্টার কমিটির সংগঠক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

টঙ্গী-গাজীপুর ক্লাস্টার কমিটির সভা ২৬ মে ২০১৯ আইআরআই অডিটোরিয়াম, টঙ্গী, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। স্কপ টঙ্গী-গাজীপুর ক্লাস্টার কমিটির সমন্বয়কারী শামসুন্নাহার ভূইয়া, এমপি'র সভাপতিত্বে সভায় আইবিসি টঙ্গী-গাজীপুর ক্লাস্টার কমিটির সমন্বয়কারী সালাউদ্দিন স্বপন, বিল্‌স, স্কপ ও আইবিসি অর্ন্তভূক্ত মিরপুর ক্লাস্টার কমিটির সংগঠক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মিরপুর ক্লাস্টার কমিটির সভা ২৫ মে ২০১৯ মিরপুর স্কপ অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। স্কপ মিরপুর ক্লাস্টার কমিটির সমন্বয়কারী কাজী রহিমা আক্তার সাথী'র সভাপতিত্বে সভায় বিল্‌স, স্কপ ও আইবিসি অর্ন্তভূক্ত টঙ্গী-গাজীপুর ক্লাস্টার কমিটির সংগঠক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাভার-আশুলিয়া কমিটির সভা ২৩ মে ২০১৯ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। আইবিসি মহাসচিব সালাউদ্দিন স্বপন এর সভাপতিত্বে সভায় স্কপ সাভার-আশুলিয়া ক্লাস্টার কমিটির সমন্বয়কারী অ্যাড. আব্দুল আওয়াল, বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য আমিরুল হক আমিন, নির্বাহী পরিষদ সদস্য আব্দুল ওয়াহেদ, মনডিয়াল এফএনভি'র কনসালটেন্ট শহিদ উল্লাহ, বিল্‌স, স্কপ ও আইবিসি অর্ন্তভূক্ত টঙ্গী-গাজীপুর ক্লাস্টার কমিটির সংগঠক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ ক্লাস্টার কমিটির সভায় বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

অভিবাসী নারী শ্রমিকদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকল্পে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা ও করণীয় শীর্ষক ওরিয়েন্টশন সভা

বিল্‌স-অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন প্রকল্পের উদ্যোগে অভিবাসী নারী শ্রমিকদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকল্পে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা ও করণীয় শীর্ষক ওরিয়েন্টশন সভা ২৬ জুন ২০১৯ বিল্‌স সেমিনার হল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

অভিবাসী শ্রমিকদের সাম্প্রতিক তথ্য ও বিল্‌স পরিচালিত অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন প্রকল্পের কার্যক্রম ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের কাছে তুলে ধরাসহ অভিবাসী শ্রমিকদের সংগঠিতকরণ এবং অভিবাসী শ্রমিকদের বিশেষত নারী অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে ট্রেড ইউনিয়নের সুপারিশমালা প্রণয়ণের জন্যই এই সভার আয়োজন করা হয়।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদ এর সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম মহাসচিব ও নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসান এর সঞ্চালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক এবং বিল্‌স যুগ্ম মহাসচিব ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, বিল্‌স নির্বাহী পরিষদ সদস্য আব্দুল ওয়াহেদ এবং পুলক রঞ্জন ধর, বিল্‌স পরিচালক (রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্ট) নাজমা ইয়াসমীন, প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ সায়েদুজ্জামান মিঠু প্রমুখ।

উল্লেখ্য, নিরাপদ অভিবাসন, অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দের অধিকার বিষয়ে বিল্‌স জাতীয় পর্যায়ে এডভোকেসি কার্যক্রমের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের শ্রমিকদের সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১৯ হতে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি অভিবাসি শ্রমিক ইস্যুতে জাতীয় পর্যায়ে এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাসহ আরও ৪ টি উপজেলায় (শিবালয়, হরিরামপুর, ঘিওর ও সাটুরিয়া) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় একটি 'Training & Coordination Center' এবং ঘিওর ও হরিরামপুর উপজেলায় ২ টি 'Migration information and Support Center' স্থাপিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় পর্যায়ে এডভোকেসি কার্যক্রম বিল্‌স অফিস থেকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ওরিয়েন্টেশন সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

কমিউনিটি সলিডারিটি ফোরামের গাইডলাইন প্রণয়নের লক্ষ্যে আলোচনা সভা

টঙ্গী-গাজীপুর ক্লাস্টার কমিটির আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ

বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং মনডিয়াল এফএনভির সহযোগিতায় কমিউনিটি সলিডারিটি ফোরামের গাইডলাইন প্রণয়নের লক্ষ্যে ক্লাস্টার কমিটির আলোচনা সভা বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়।

সাভার আশুলিয়া ক্লাস্টারের আলোচনা সভা ২৯ জুন ২০১৯ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। স্কপ সাভার-আশুলিয়া কমিটির সমন্বয়কারী অ্যাড. আব্দুল আওয়ালের সভাপতিত্বে সভায় স্কপের সাভার আশুলিয়া অঞ্চলের সংগঠক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, বিল্‌স এবং আইবিসি অন্তর্ভূক্ত সাভার আশুলিয়া অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মিরপুর ক্লাস্টার কমিটির আলোচনা সভা ২৬ জুন ২০১৯ মিরপুরের হোটেল আহারে অনুষ্ঠিত হয়। স্কপ মিরপুর ক্লাস্টার কমিটির সমন্বয়কারী এবং বিল্‌স এর নির্বাহী পরিষদ সদস্য কাজী রহিমা আক্তার সাথী'র সভাপতিত্বে সভায় স্কপের মিরপুর অঞ্চলের সংগঠক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, বিল্‌স এবং আইবিসি অন্তর্ভূক্ত মিরপুর অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

টঙ্গী-গাজীপুর ক্লাস্টার কমিটির আলোচনা সভা ২৫ জুন ২০১৯ আইআরআই অডিটোরিয়াম, টঙ্গী, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। স্কপ টঙ্গী-গাজীপুর ক্লাস্টার কমিটির সমন্বয়কারী শামসুন্নাহার ভূইয়া এমপি'র সভাপতিত্বে এবং আইবিসি'র মহাসচিব সালাউদ্দিন স্বপন এর সঞ্চালনায় সভায় স্কপের টঙ্গী-গাজীপুর অঞ্চলের সংগঠক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, বিল্‌স এবং আইবিসি অন্তর্ভূক্ত টঙ্গী-গাজীপুর অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ ক্লাস্টারের আলোচনা সভা ২৪ জুন ২০১৯ হোটেল রয়েল প্যালেস, নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। আইবিসি নারায়ণগঞ্জ ক্লাস্টার কমিটির সমন্বয়কারী মোঃ হেদায়েতুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় স্কপের নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের সংগঠক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, বিল্‌স এবং আইবিসি অর্ন্তভূক্ত নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম সংবাদ

নারী ও যুব নেতৃত্বকে ট্রেড ইউনিয়নের মূল শ্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উদ্যোগে বিল্‌স/ডিজিবি-বিডব্লিউ প্রকল্প কার্যক্রমের অংশ হিসাবে "নারী ও যুব নেতৃত্বকে ট্রেড ইউনিয়নের মূল শ্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ" বিষয়ক দুই দিনব্যাপী কর্মশালা ২৯-৩০ জুন ২০১৯ চট্টগ্রামের এশিয়ান এস আর হোটেলের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিল্‌স-লেবার রিসোর্স এন্ড সাপোর্ট সেন্টার পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এ এম নাজিমউদ্দিন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জার্মান-ভিত্তিক সংস্থা বিল্‌স-ডিজিবি-বিডব্লিউ এর এশিয় অঞ্চলের কার্যক্রম সমন্বয়ক ড. ইন্দিরা গার্টেনবার্গ। কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন বিল্‌স-লেবার রিসোর্স এন্ড সাপোর্ট সেন্টার পরিচালনা কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি তপন দত্ত, বিল্‌স-এর প্রজেক্ট কনসালটেন্ট আবু ইউসুফ মোল্লা।

কর্মশালায় বিভিন্ন বিষয়-ভিত্তিক সেশনসমূহ পরিচালনা করেন ড. ইন্দিরা গার্টেনবাগ, শ্রম ইস্যুতে গবেষক আহমেদ ফজলুল্লাহ বাকী, বিল্‌স-এর সিনিয়র অফিসার রিজওয়ানুর রহমান খান।

দুই দিনের কর্মশালায় এশিয় অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে নারী ও যুবদের অবস্থান, বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও শ্রম সেক্টর পরিস্থিতি, চট্টগ্রামে তৈরি পোষাক শিল্প, নিমার্ণ, হোটেল, স্বাস্থ্য, বন্দর ও রেলওয়েতে বিল্‌স-ডিজিবি-বিডব্লিউ প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২১ মেয়াদের সাম্ভাব্য কার্যক্রম বিষয়েও বিস্তারিত পর্যালোচনা শেষে কর্ম-পরিকল্পনা চুড়ান্ত করা হয়। কর্মশালায় বিল্‌স-এর সহযোগি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহের মনোনীত ২০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ

জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্পে দূর্ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

জাহাজ-ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের উদ্যোগে এবং বিল্‌স এর সহযোগিতায় জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে দূর্ঘটনায় শ্রমিক হতাহতের প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি ১৯ মে ২০১৯ চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, সীতাকুন্ডের প্রিমিয়াম ট্রেড কর্পোরেশন নামক ইয়ার্ডে সাম্প্রতিক এক দুর্ঘটনায় ২ জন জাহাজ-ভাঙ্গা শ্রমিক মৃত্যুবরণ করে এবং ৫ জন আহত হয়।

মানববন্ধনে জাহাজ-ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের আহ্বায়ক তপন দত্তের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জাহাজ-ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে এ এম নাজিমউদ্দিন, কাজী আলতাফ হোসেন, শেখ নুরুল্লাহ্ বাহার, মো. আলী, আব্দুর রহিম মাষ্টার প্রমূখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন বিল্‌স-এর পক্ষে পাহাড়ী ভট্টাচার্য।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্পে শ্রমিকদের মৃত্যু ও দূর্ঘটনা আজ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। জীবন ও জীবিকার তাগিদে দিনের পর দিন শ্রমিকেরা এ শিল্পে কোন প্রকার যথাযথ প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা সামগ্রীর ব্যবহার ব্যাতিরেকে অনিরাপদ ও দূর্ঘটনা-প্রবণ পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। শিপ ইয়ার্ড শ্রমিকেরা নিয়োগ ও পরিচয় পত্র, জীবন ধারণের উপযোগি মজুরি, শ্রম আইন স্বীকৃত সকল সুযোগ-সুবিধাদি হতে বঞ্চিত। ইয়ার্ডগুলোতে শ্রম আইন ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার কার্যকর না থাকায়, সরকারের পরিদর্শন বিভাগের নিষ্ক্রিয়তা ও মালিক কর্তৃপক্ষের গাফিলতির দরূণ একের পর এক মারাত্বক দূর্ঘটনায় অসহায় জাহাজ-ভাঙ্গা শ্রমিক মৃত্যুবরণ করছে।

বক্তারা মানববন্ধন থেকে অবিলম্বে প্রিমিয়াম ট্রেড কর্পোরেশনে সংঘটিত এ দুর্ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও দোষীদের শাস্তির দাবী জানান এবং আহত শ্রমিকদের সুচিকিৎসা ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জোর দাবী জানান অন্যথায় ফোরামের উদ্যোগে ভবিষ্যতে কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

চট্টগ্রামে বিল্‌স-এর প্রকল্প কার্যক্রম বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সেমিনারে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

বিল্‌স-এর উদ্যোগে প্রকল্প কার্যক্রম পরিচিতি, কর্মকৌশল চূড়ান্তকরণ ও টিম গঠন সংক্রান্ত সেমিনার ১৮ জুন ২০১৯ চট্টগ্রাম নগরীর হোটেল সেন্ট মার্টিনে অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিল্‌স-এলআরএসসি পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান এ এম নাজিমউদ্দিন এর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বিল্‌স সম্পাদক মু. শফর আলী, বিল্‌স-এলআরএসসি পরিচালনা কমিটির সদস্য তপন দত্ত, বিল্‌স পরিচালক কোহিনূর মাহমুদ, বিল্‌স-সহযোগি বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ শেখ নুরুল্লাহ বাহার, বিএফটিইউসি-র কাজী আনোয়ারুল হক, জেএসজে-র এ কে এম মমিনুল ইসলাম, বিজেএসজে-র বোধিপাল বড়ুয়া, বিজেএসএফ-এর জাহিদ উদ্দিন শাহীন। সেমিনারের বিভিন্ন

অধিবেশন পরিচালনা করেন বিল্‌স-এর পাহাড়ী ভট্টাচার্য। এছাড়া বিল্‌স-এর সাথে সম্পৃক্ত জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, ৬টি শ্রম সেক্টরে কর্মরত ১২০ জন কোর টিম সদস্য, ট্রেড ইউনিয়ন মনোনীত প্রতিনিধি ও প্রকল্প কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে বিল্‌স পরিচালক কোহিনূর মাহমুদ 'কোর অর্গানাইজিং টিম-প্রত্যাশিত ফলাফল, কার্যক্রম ও অর্জন লক্ষ্যমাত্রা' এবং বিল্‌স-এর প্যারালিগ্যাল কো-অর্ডিনেটর রিজওয়ানুর রহমান খান 'বিল্‌স-এলআরএসসি চট্টগ্রাম কার্যক্রম (২০১৯-২০২১) ও কোর অর্গানাইজিং টিম'-শীর্ষক দুটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

সেমিনারে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা ছাড়াও চট্টগ্রামে ৬টি শ্রম সেক্টর যথা-নির্মাণ, তৈরি পোষাক শিল্প, হোটেল-রেষ্টুরেন্ট, হেলথ-ডায়াগনিস্টিক, বন্দর ও রেলওয়েতে কর্মরত শ্রমিকদের প্রকল্পের আওতায় আইনী অধিকার সুরক্ষা কার্যক্রম, ইউনিয়ন কর্মকান্ডে গতিবৃদ্ধি, ভুক্তভোগি শ্রমিকদের আইন সহায়তা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নয়নে বিল্‌স-এর সহযোগিতায় আগামী ৩ বছর পরিচালিতব্য কার্যক্রমের বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়। সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ দলগত কাজে অংশ নেন। বিল্‌স-সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহ হতে ৬টি সেক্টরের ১২০ জন মনোনীত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কোর অর্গানাইজিং টিম-এর আওতায় করণীয় বিষয়েও অংশগ্রহণকারীদের ধারণা প্রদান করা হয়।

বিধিমালা সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশমালা তৈরীর লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিলস/এলওএফটিএফ প্রকল্পের উদ্যোগে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ সংশোধনীর জন্য সুপারিশমালা তৈরীর লক্ষ্যে ৯ মে বিকাল বিল্‌স-এলআরএসসি সেমিনার কক্ষে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মু. শফর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি এবং জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের আহ্বায়ক তপন দত্ত, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের চট্টগ্রাম বিভগীয় সম্পাদক এ এম নাজিম উদ্দিন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আইন অনুষদের সহযোগি অধ্যাপক ড. শাহিন চৌধুরী, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক মছিউদ্দৌলা, বাংলাদেশ ক্যামিকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি এম. কামাল উদ্দিন, শ্রম অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান খান, এডভোকেট জানে আলম, জাহাজভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের কোষাধ্যক্ষ বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের চট্টগ্রাম বিভাগীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিজওয়ানুর রহমান খান, বিল্‌স কর্মকর্তা পাহাড়ি ভট্টাচার্য প্রমূখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন মূল আইন বাস্তবায়নের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো বিধিমালায় বিস্তারিত থাকে। আমাদের শ্রম আইন ২০০৬ এর (পরবর্তী সংশোধনীসমূহ সহ) অসংগতিগুলো এখনো দূর হয়নি। ফলে বিধিমালাতেও প্রচুর অসংগতি রয়ে গেছে। বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বমোট ১১টি সংশোধনীর সুপারিশ চূড়ান্ত করা হয়। তবে নেতৃবৃন্দ মনে করেন বিধিমালা সংশোধনীর আগে শ্রম আইনের অসংগতিগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করা প্রয়োজন।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে বিধি ২৯ মোতাবেক কারখানার অভ্যন্তর থেকে অভিযুক্ত শ্রমিকের পক্ষে তদন্ত কমিটিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করা সম্ভব হয়না। কারণ অভিযুক্ত শ্রমিকের পক্ষে কথা বলে কেউই মালিক/প্রশাসনের চক্ষুশূল হওয়ার ঝুঁকি নেয় না। এক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রতিনিধি ছাড়াই একতরফাভাবে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয় ফলে অভিযুক্ত শ্রমিক ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। তাই শ্রমিক ইচ্ছা করলে জাতীয় কিংবা ক্রাফট ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দদের মধ্য থেকে কিংবা শ্রম আইনে অভিজ্ঞ যেকোন ব্যক্তিকে তার প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করতে পারবেন এমন বিধি যুক্ত হওয়া দরকার।

এছাড়া বিধি ২(ছ), ২৯, ৩২, ৫৪, ১০৬, ১০৭, ১৬৯, ২৩৭ পর্যালোচনা করে দেখা যায় উল্লিখিত বিধি সমুহের কারনে শ্রমিকেরা নানাভাবে হয়রানীর শিকার হয়। তাই উপরোক্ত বিধি সমূহ জরুরীভাবে সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এগুলি ছাড়াও শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালায় আরো অনেক শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী আইন ও বিধি বিদ্যমান রয়েছে। ঐ সমস্ত অসংগতিগুলোও শ্রম আইন ও বিধিমালা থেকে ক্রমান্বয়ে অপসারিত হওয়া দরকার। তাহলেই মুক্ত মানুষ হিসাবে শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদনশীলতায় অধিকতর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

পেশা পরিচিতি

চা শিল্প ও চা শ্রমিক

চা চিরসবুজ উদ্ভিদ প্রজাতি (Camellia Sinensis), যার শুকানো পাতা থেকে তৈরি হয় জনপ্রিয় পানীয়। এটি বাংলাদেশে মুখ্যত একটি কৃষিভিত্তিক, রপ্তানিমুখী বহুবর্ষজীবী ফসল। প্রাকৃতিক পরিবেশে চা গাছ ক্ষুদ্র বৃক্ষ আকারে বেড়ে ওঠে, কিন্তু পরপর ছাঁটাই ও অন্যান্য পরিচর্যার (আগা কাটা, কুঁড়ি ভাঙা, সঠিক মাত্রায় পাতা-কুঁড়ি সংগ্রহ) কারণে গাছের সাধারণ আকৃতির পরিবর্তন হয়।

চা শিল্পের ইতিহাস: এ অঞ্চলে চা বাগান স্থাপনের অগ্রদূত ছিল বৃটিশরা। রবার্ট ব্রুস ১৮৩৪ সালে আসামের উঁচু অঞ্চলে চা গাছের সন্ধান পান যা ভারতে চা শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করে। চা উৎপাদনের প্রথম সংগঠিত বাণিজ্যিক প্রয়াস শুরু করে আসাম চা কোম্পানি ১৮৩৯ সালে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে উত্তর-পূর্ব

ভারতীয় চা চাষের একই সময়ে বাংলাদেশেও চা চাষ চলতে থাকে। ১৮৫৫ সালে সিলেটের চাঁদখানি পাহাড়ে আসামের স্থানীয় চা কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় একই সময় কালে খাসিয়া ও জৈন্তা পাহাড়ে বুনো চায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। চীন থেকে আমদানিকৃত বীজ, কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের কতিপয় চীনা চা গাছ ও আসামের বীজ ব্যবহার করে ১৮৪০ সালে চট্টগ্রামে চা বাগান তৈরির কাজ শুরু হয়। বর্তমান বাংলাদেশে প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগানের প্রতিষ্ঠা ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনিছড়ায়। এ বাগানে চা উৎপাদনের মধ্য দিয়ে চা শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। তখন থেকে ধীরে ধীরে চা এ দেশে একটি কৃষি ভিত্তিক শ্রমঘণ শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, আমদানি বিকল্প দ্রব্য উৎপাদন এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসকরণের মাধ্যমে চা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। চা উৎপাদন শুধু সিলেটেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ১৮৬০ সালে হবিগঞ্জের লালচাঁন্দ চা বাগান ও মৌলভীবাজারের মির্তিঙ্গা চা বাগানে চায়ের বাণিজ্যিক চাষ শুরু হয়। ২০০০ সালে উত্তরবঙ্গের পঞ্চগড়েও ছোট আঙ্গিকে চায়ের চাষ শুরু হয়। ২০০৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামেও শুরু হয় চায়ের চাষ।

১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) ১৩৩টি চা বাগানে (৩০,৩৫০ হেক্টর) সর্বমোট বার্ষিক ১.৮৮ কোটি কেজি চা উৎপাদন করে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৪৮,০০০ হেক্টরেরও অধিক এলাকা জুড়ে ১৫৮টি চা বাগান রয়েছে এবং এসব বাগান থেকে বার্ষিক ৫১,৬৫০ মে. টন চা উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশে চায়ের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ১,১১৫ কেজি এবং বিশ্বের ৩০টি চা উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে উৎপাদনের দিক থেকে বাংলাদেশ ৯ম স্থানে রয়েছে। উৎপন্ন চায়ের অর্ধেক দেশেই ব্যবহৃত হয় আর বাকি অর্ধেক রপ্তানি হয় যা থেকে বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রায় ২০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

চা বোর্ডের সূত্রমতে, দেশের ছোটবড় ১৬৪টি চা বাগানের মধ্যে মৌলভীবাজার জেলায় ৯৩টি। হবিগঞ্জে ২২টি, সিলেটে ২০টি, চট্টগ্রামে ২২টি, রাঙ্গামাটিতে ১টি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি অবস্থিত। পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাও এলাকায় আরও ৫টি চা বাগান প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মৌলভীবাজার জেলায় ৯৩টি বাগানের মধ্যে ১৯টি বাগান রয়েছে শ্রীমঙ্গলে। এসব চা বাগানের ৪৪টি ফাঁড়ি বাগান রয়েছে। দেশের ১৬৪টি মূল বাগান এবং ৪৪টি ফাঁড়ি

বাগান মিলিয়ে মোট জনসংখ্যা সাত লক্ষাধিক।

কর্মসংস্থান: চা একটি শ্রমঘন শিল্প। চা-খাত বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রায় ০.৮০% যোগান দিচ্ছে। চা শিল্পে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের যা মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৩.৩%। আরও অনেক বেশি লোক চা-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতে পরোক্ষভাবে নিয়োজিত রয়েছে। সত্তর দশকের প্রথমার্ধে ১,২০,০০০ জন নারী-পুরুষ চা শ্রমিকের ওপর ৩,৫০,০০০ জন পোষ্য নির্ভর করত। বাংলাদেশের অন্যান্য শিল্প শ্রমিকদের সাথে এদের বিস্তর পার্থক্য। বর্তমান প্রজন্মের চা বাগান শ্রমিকরা উড়িষ্যা, বিহার, মাদ্রাজ এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে আঠারো শতকে প্লান্টারদের নিয়োগকৃত শ্রমিকদের উত্তরাধিকারী। এ শ্রমিকেরা এখন সিলেট ও চট্টগ্রামের চা বাগানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে।

চা শ্রমিকদের নৃতাত্তিক পরিচয়: আজ থেকে বহু বছর আগে বিট্রিশ শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে নিয়ে

আসা হয় তাদের পূর্বপুরুষদের। এরপর থেকে বংশপরম্পরায় তারা কাজ করছে চা বাগানে। বেনিয়া ইংরেজ অতি কূটকৌশলের মাধ্যমে কম দামে শ্রম কিনে যাতে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়। সেই লক্ষ্যে আজীবন কাজের শর্তে চুক্তিবদ্ধ করে ভারতের বিহার, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, ওডিশ্যা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কানু, তেলেগু, লোহার, রবিদাস, গোয়ালাসহ ১৬৬ টি অধিবাসী জনগোষ্ঠীকে সংগ্রহ করে।

নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞানুসারে চা শ্রমিকদের কেউ কেউ দ্রাবিডীয়, কেউ আদি অস্ট্রালয়েড, কেউবা মঙ্গোলীয় আদিবাসীর অন্তভূক্ত। যাদের প্রত্যেকের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরন, ধর্মীয় রীতিনীতি, পূজা, উৎসব, বিবাহ, সমাজ কাঠামো দেশের মূলধারার জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

মজুরী: প্রতিদিন কাজ করে তাদেরকে কমপক্ষে ২৩ কেজি পাতা উত্তোলন করতে হয় যা থেকে ৬ কেজি পরিশোধিত চা উৎপাদন হয়। তার বিনিময়ে চা শ্রমিকেরা মজুরী হিসাবে পায় মাত্র ১০২ টাকা। মাত্র কিছুদিন আগেও তারা দৈনিক ৮৫ টাকা করে পেত। এর বাহিরে রেশন হিসাবে তারা সপ্তাহে সাড়ে তিন কেজি আটা পেয়ে থাকে। তা খুবই অপর্যাপ্ত। তারপরও সব শ্রমিক রেশন সুবিধা পায়না। চায়ের মূল্য ক্রমশ বাড়লেও, বাড়ছে না কেবল চা শ্রমিকের মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা। অনেক বাগানেই অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী শ্রমিকদের সমান বেতন দেয়া হয় না। এ ছাড়া পাতা ওজন করার সময় অনেক বাগানেই সঠিক পরিমাপ করা হয় না বলে শ্রমিকরা ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হন।

কাজের পরিবেশ: চা শ্রমিকরা কাজের অধিকাংশ সময় পার করেন প্রখর রোদে পুড়ে অথবা বৃষ্টিতে ভিজে। অবসর নেয়ার আগে একজন নারী চা পাতা তোলা শ্রমিক ৩০ থেকে ৩৫ বছর তার কাজের সময় পার করেন স্রেফ দাড়িয়ে কাজ করে। চা পাতা তোলার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা (যাদের অধিকাংশই নারী) সাধারণত সোমবার থেকে শনিবার প্রতিদিন সকাল ৮ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কাজ করেন। তারা শুধু পাতি (চা পাতা) উত্তোলনের কাজই করে না- কলম কাটা, চারাগাছ রোপণ থেকে শুরু করে গাছের আগাছা পরিষ্কার করার কাজেও নিয়োজিত থাকে।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা: চা শ্রমিকরা আজও অবহেলা, নিপীড়িত ও বঞ্চনার শিকার। দেড়শ' বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা

বাংলাদেশে বসবাস করে আসছেন। তবুও তাদের জীবন মানের কোনো উন্নতি হয়নি। চা গাছ ছেঁটে যেভাবে ২৬ ইঞ্চির বেশি বাড়তে দেওয়া হয় না, চা শ্রমিকের জীবনও যেন তেমনই। শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান কোনোটাই যেন নেই চা শ্রমিকদের ভাগ্যে। তাদের শ্রমে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হলেও তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশ নিম্ন থেকে নিম্নগামী হচ্ছে। সারাদিন হাড় ভাঙা পরিশ্রম করেও দিন শেষে জোটে মাত্র ১০২ টাকা মজুরি।

শিক্ষা: একটি জনসমষ্টি বা সমাজের উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ সোপান হচ্ছে শিক্ষা। চা জনগোষ্ঠীর সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার মূল কারন হচ্ছে শিক্ষার অভাব। চা বাগানগুলোতে স্কুল আছে। বাংলাদেশ চা বোর্ডের তথ্য মতে ১৫৬ টি চা বাগানে (পঞ্চগড় বাদে) ১৮৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। চা বাগানগুলোতে সরকারি স্কুল খুবই কম। সাম্প্রতিককালে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো (এনজিও) সেখানে বেশ কিছু স্কুল পরিচালনা করছে। চা শ্রমিকদের অধিকাংশই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে এবং তাদেরকে শেষ পর্যন্ত চা বাগানের শ্রমিকই হতে হয়।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা: চা বাগানগুলোতে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা খুবই নাজুক। অধিকাংশ চা বাগানে হাসপাতাল নেই, আবার হাসপাতাল থাকলেও ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম নেই। ১৯৬২ সালের টি প্লান্টেশন লেবার অর্ডিন্যান্স এবং ১৯৭৭ সালের প্লান্টেশন রুলসে চা বাগানগুলোতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা মালিকদের দায়িত্ব থাকলেও তা করা হচ্ছে না। যক্ষা, টাইফয়েড, রক্তশূণ্যতা, ডায়রিয়া ইত্যাদি চা শ্রমিকদের নিত্যদিনের সঙ্গী।

আবাসন ব্যবস্থা: চা শ্রমিকরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম চা বাগানে বসবাস করলেও তারা তাদের বসতভিটার মালিকানা পায়নি। তারা যেন নিজ ভূমে পরবাসী। চা বাগানে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি আবাসন ও পয়নিস্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্ব মালিকের থাকলেও এটি নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। ৮/১২ ফুটের একটি ঘরে চা শ্রমিকদের অন্তত তিনটি প্রজন্ম বাস করে।

চা শিল্পের বর্তমান অবস্থা: চা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ক্রমাগত নগরায়নের ফলে ও মানুষের শহরমুখিতার কারণে চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। এছাড়া সামাজিক উন্নয়নের ফলেও চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেড়েছে। বিগত তিন দশক ধরে চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। ফলে চায়ের রপ্তানি হঠাৎ করেই কমে গেছে। তারপরও জাতীয় অর্থনীতিতে চা শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম এবং সুদূরপ্রসারী। জিডিপিতে চা খাতের অবদান ০ দশমিক ৮১ শতাংশ।

বাংলাদেশের ১৬২টি বাগানের ৬০ হাজার হেক্টর জমিতে ২০১৫ সালে ৬৭ দশমিক ৩৮ মিলিয়ন কেজি চা উৎপন্ন হয়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে এখন প্রতি বছর আনুমানিক ১ দশমিক ৩ মিলিয়ন কেজি চা বিদেশে রপ্তানি হয়। কাজাখাস্তান, উজবেকিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, পোল্যান্ড, রাশিয়া, ইরান, যুক্তরাজ্য, আফগানিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, কুয়েত, ওমান, সুদান, সুইজারল্যান্ডসহ অনেকগুলো দেশে রপ্তানি হয় বাংলাদেশের চা।

গত দশ বছরে পৃথিবীতে চায়ের চাহিদা দ্বিগুণ বেড়েছে। এই চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে বাংলাদেশ, কেনিয়া ও শ্রীলঙ্কা পৃথিবীর প্রায় ৫২ ভাগ চায়ের চাহিদা পূরণ করছে। তবে চা উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াতে না পারলে আগামী ২০২০ সাল নাগাদ অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে বাংলাদেশের চা বিদেশে রপ্তানি করা খুব কঠিন হবে।

সংগঠন পরিচিতি

এসএনভি

এসএনভি নেদারল্যান্ডস ভিত্তিক একটি অলাভজনক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা। এটি ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এসএনভি'র মূল লক্ষ্য বিশ্বব্যাপি আয় এবং কর্মসংস্থান তৈরি করে দারিদ্রতা নিরসন এবং মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এটি বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার ৩৮ টি দেশে তার লক্ষ্য অর্জনে কার করে যাচ্ছে।

এসএনভি বর্তমানে তিনটি বিষয়ে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এগুলো হল ১. কৃষি ২. পূণঃনবায়নযোগ্য শক্তি এবং ৩. স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য।

এসএনভি একটি পরিচালনা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হয়। পরিচালনা বোর্ডের কার্যক্রমকে সার্বিক নজরদারী করে থাকে একটি সুপারভাইজারি কমিটি । যারা বিশ্বব্যাপি দারিদ্রকে সর্বাদিক কার্যকরী উপায়ে কমিয়ে আনতে কাজ করে। এছাড়া রয়েছে একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শদাতা বোর্ড। এ বোর্ডে রয়েছেন বিভিন্ন দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষকবৃন্দ। বোর্ডের লক্ষ্য হল সদস্যদের জ্ঞান ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাজের ধরন, প্রভাব এবং দৃশ্যমান্যতা প্রসারিত করা। বোর্ডের সদস্যরা স্থানীয় সংস্থার ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুশাসনকে উন্নীত করে দারিদ্র কমাতে কাজ করে থাকে।

কৃষি, শক্তি এবং স্যানিটেশন এ তিনটি খাতকে প্রাধান্য দিয়ে এসএনভি কিছু নির্দিষ্ট দেশে কাজ করে থাকে এবং ওই দেশগুলোর সাথে দীর্ঘমেয়াদী অংশীতারিত্ব গড়ে তোলে। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যমান সিস্টেমগুলোর পরিবর্তন করে একটি পার্থক্য তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে।

বিল্‌স প্রকাশনা

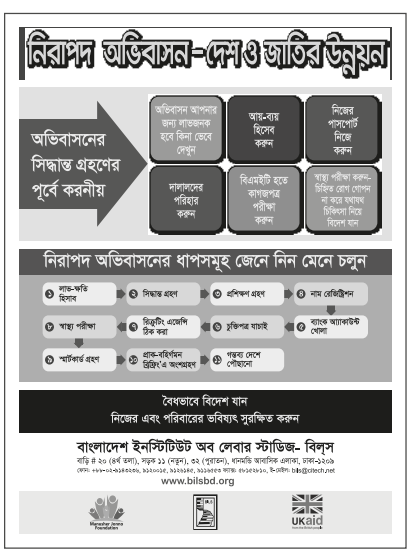

শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ আমরা প্রতি সংখ্যায়ই ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি পাঠকদের সুবিধার্থে। এ সংখ্যায় স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য বিধি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশেষ বিধান সংক্রান্ত ধারাসমূহ তুলে ধরা হলো:

সপ্তম অধ্যায়: স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য বিধি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশেষ বিধান (গত সংখ্যার পর)

৭৯। বিপজ্জনক চালনা।- যে ক্ষেত্রে সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্ম পরিচালনায় ইহাতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সাংঘাতিক শারীরিক জখম, বিষাক্রান্ত বা ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে সরকার বিধি দ্বারা উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে লিখিত বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) কোন্ কোন্ পরিচালনা ঝুঁকিপূর্ণ উহা ঘোষণা;

(খ) মহিলা, কিশোর এবং শিশুদের উক্ত কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা;

(গ) উক্ত কাজে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তির নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, এবং উক্ত কাজের জন্য উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়িত হন নাই এই রকম কোন ব্যক্তির ইহাতে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা;

(ঘ) উক্ত কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের বা উহার আশে পাশে কর্মরত ব্যক্তিগণের সু-রক্ষার ব্যবস্থা করা, এবং কর্ম পরিচালনার ব্যাপারে বিশেষ কোন বস্তু বা পন্থা ব্যবহার করা; এবং

(ঙ) ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কে নোটিশ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার নোটিশ।

সংশ্লিষ্ট বিধি- ৬৮, ফরম- ২৩, ২৬, ২৬(ক), ২৯

৮০। দূর্ঘটনা সম্পর্কে নোটিশ প্রদান।- (১) যদি কোন প্রতিষ্ঠানে কোন দূর্ঘটনা ঘটে, যাহাতে প্রাণহানি বা শারীরিক জখম হয়, অথবা যদি কোন প্রতিষ্ঠানে দূর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণ, প্রজ্বলন, অগ্নিকান্ড, সবেগে পানি প্রবেশ বা ধুম্র উদ্গীরণ ঘটে, তাহা হইলে মালিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শককে পরবর্তী দুই কর্ম দিবসের মধ্যে তৎসম্পর্কে নোটিশ মারফত অবহিত করিবেন ঃ (২০১৩ সালের সংশোধনী দ্বারা প্রতিস্থাপিত)

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা কিংবা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম আরম্ভের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সরকার, ফায়ার সার্ভিস, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, থানা, প্রয়োজনে নিকটবর্তী হাসপাতাল বা সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানকে ফোন, মোবাইল ফোন, এসএমএস অথবা ফ্যাক্সের মাধ্যমে অবহিত করিবে। (২০১৩ সালের সংশোধনী দ্বারা সংযোজিত)

(২) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন দূর্ঘটনায় শারীরিক জখম হওয়ার কারণে উহা কোন আহত শ্রমিককে আটচল্লিশ ঘন্টার অধিক সময় পর্যন্ত কাজে অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য করে, সে ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত রেজিষ্টারে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত রেজিষ্টারে লিখিত বিবরণের একটি কপি মালিক প্রত্যেক বৎসর ৩০শে জুন এবং ৩১শে ডিসেম্বর এর পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে মহা-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

সংশ্লিষ্ট বিধি- ৬৯, ফরম- ২৭, ২৭(ক)

৮১। কতকগুলো বিপজ্জনক ঘটনার নোটিশ।- যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রকৃতির কোন বিপজ্জনক ঘটনা ঘটে সে ক্ষেত্রে, উহাতে কোন শারীরিক জখম হউক বা না হউক, মালিক পরবর্তী তিন কর্মদিবসের মধ্যে তৎসম্পর্কে নোটিশ মারফত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শককে অবহিত করিবেন।

সংশ্লিষ্ট বিধি- ৭১, ফরম- ২৭(খ)

৮২। কতিপয় ব্যাধি সম্পর্কে নোটিশ।- (১) যে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত ব্যাধি দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠানে কোন শ্রমিক আক্রান্ত হন, সে ক্ষেত্রে মালিক অথবা সংশ্লিষ্ট শ্রমিক অথবা তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে ও সময়ের মধ্যে, তৎসম্পর্কে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শককে নোটিশ মারফত অবহিত করিবেন।

(২) যদি কোন রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক কোন প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বা ভূতপূর্ব কোন শ্রমিককে চিকিৎসাকালে দেখেন যে, তিনি দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কোন ব্যাধিতে ভুগিতেছেন বা ভুগিতেছেন বলিয়া তাহার সন্দেহ হইতেছে, তাহা হইলে উক্ত চিকিৎসক অবিলম্বে একটি লিখিত রিপোর্ট মারফত মহা-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শককে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করিবেন, যথাঃ-

(ক) রোগীর নাম এবং ডাক যোগাযোগের ঠিকানা;

(খ) রোগী যে রোগে ভুগিতেছেন বা ভুগিতেছেন বলিয়া সন্দেহ হইতেছে, তাহার নাম;

(গ) যে প্রতিষ্ঠানে রোগী বর্তমানে কাজ করিতেছেন বা সর্বশেষ কাজ করিয়াছেন, তাহার নাম ও ঠিকানা ।

(২ক) প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক নির্ধারিত সংশ্লিষ্ট মালিক উক্তরূপ পেশাগত ব্যাধিতে আক্রান্ত, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন। (২০১৩)

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দ্বিতীয় তফসিলে কোন নুতন রোগ সংযোজন করিতে পারিবে অথবা উহা হইতে কোন রোগ বাদ দিতে পারিবে।

সংশ্লিষ্ট বিধি- ৭৪, ফরম- ২৯

৮৩। দূর্ঘটনা বা ব্যাধি সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।- (১) যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানে দূর্ঘটনা জনিত বিষ্ফোরণ, প্রজ্জলন, অগ্নিকান্ড বা সবেগে পানি প্রবেশ অথবা অন্য কোন দূর্ঘটনা ঘটে, অথবা যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কোন ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় বা দিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়, এবং সরকার যদি মনে করে যে, উক্তরূপ দূর্ঘটনা বা ব্যাধির উদ্ভবের কারণ ও তৎসম্পর্কিত পরিস্থিতি সম্বন্ধে আনুষ্ঠানিক তদন্ত হওয়া প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে সরকার কোন যোগ্য ব্যক্তিকে উক্তরূপ তদন্ত করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবে, এবং আইনের বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে তদন্ত কালে এসেসর হিসাবে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(২) উক্ত তদন্তকারী ব্যক্তির, কোন সাক্ষীর উপস্থিতি, দলিল বা অন্য কোন বস্তু পেশ নিশ্চিত করার প্রয়োজনে এতদসংক্রান্ত দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা থাকিবে, এবং কোন ব্যক্তিকে তদন্তের উদ্দেশ্যে কোন সংবাদ দেওয়ার জন্য তিনি নির্দেশ দিলে সে ব্যক্তি দন্ড বিধির ধারা ১৭৬ এর অর্থে উহা করিতে আইনত বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) তদন্তের প্রয়োজনে উক্ত তদন্তকারী এই আইনের অধীন কোন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শকের যে যে ক্ষমতা তাহার প্রয়োগ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন, তাহা তিনি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪) তদন্তকারী ব্যক্তি সরকারের নিকট তাহার রিপোর্ট পেশ করিবেন এবং এই রিপোর্টে দূর্ঘটনার কারণ এবং তৎসম্পর্কিত পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং এতদবিষয়ে তাহার এবং এসেসরের কোন মন্তব্য থাকিলে তাহাও ব্যক্ত করিবেন।

(৫) সরকার, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময় ও পন্থায়, উক্ত রিপোর্ট প্রকাশ করিবে।

৮৪। নমুনা সংগ্রহের ক্ষমতা।- (১) কোন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক, কোন প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কর্ম সময়ে, মালিককে সংবাদ দিয়া প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য আনীত কোন বস্তুর নমুনা, অতঃপর বর্ণিত পন্থায়, সংগ্রহ করিতে পারিবেন, যদি তাহার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত বস্তু এই আইন বা কোন বিধির খেলাপ করিয়া ব্যবহার করা হইতেছে অথবা ইহার ব্যবহার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণের শারীরিক ক্ষতি বা স্বাস্থ্য হানি ঘটাইতে পারে।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক উক্তরূপ নমুনা সংগ্রহ করেন, সে ক্ষেত্রে তিনি, মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত না থাকিলে তাহার উপস্থিতিতে, সংগৃহীত নমুনা তিন অংশে বিভক্ত করিবেন, এবং উহার প্রত্যেক অংশকে ভালভাবে সীল এবং যথাযথভাবে চিহ্নিত করিয়া দিবেন, এবং মালিককেও উহাতে তাহার নিজস্ব সীল ও চিহ্ন দিবার অনুমতি দিবেন।

(৩) প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক অনুরোধ করিলে, মালিক সংগৃহীত নমুনা বিভক্তি করণ এবং উহা সীল ও চিহ্নিত করণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক উপরিউক্ত নমুনার এক অংশ সঙ্গে সঙ্গে মালিককে প্রদান করিবেন, দ্বিতীয় অংশ বিশ্লেষণ করতঃ ইহার উপর রিপোর্ট প্রদানের জন্য সরকারী বিশ্লেষকের নিকট প্রেরণ করিবেন, এবং তৃতীয় অংশ, নমুনা বস্তুটি সম্পর্কে কোন ফৌজদারী মামলা হইলে আদালতে পেশ করিবার জন্য, নিজের কাছে রাখিয়া দিবেন।

(৫) এই ধারার অধীন সরকারী বিশ্লেষক কর্তৃক প্রণীত কোন নমুনা বস্তুর উপর রিপোর্ট অনুরূপ বস্তু সম্বন্ধে দায়েরকৃত কোন মামলায় সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে।

বিল্‌স

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনকে সুসংহত, স্বনির্ভর ও ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়তা প্রদান এবং জাতীয় পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ 'বিল্‌স' প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- সকল শ্রমজীবী মানুষকে তাদের মৌলিক ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করা;
- বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, সংগঠক ও নেতৃবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং কর্ম-পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা;
- নারী-পুরুষসহ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্র ও ট্রেড ইউনিয়নে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা;
- সংগঠন পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা;
- শ্রমিক অধিকার স্বার্থে বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা;
- শ্রমিক আন্দোলনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা;
- বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থা ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহকে অবহিত করার লক্ষ্যে তথ্য সরবরাহ, গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করা;
- শ্রমিক কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো;
- উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স

বাড়ি # ২০ (৪র্থ তলা), সড়ক ১১ (নতুন), ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ফোন: +৮৮-০২-৯১৪৩২৩৬, ৯১২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১১৬৫৫৩ ফ্যাক্স: ৫৮১৫২৮১০, ই-মেইল: bils@citech.net

www.bilsbd.org

সহযোগিতায়: Mondiaal FNV